রাঁচি, বুধবার
19:04:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>187 >>05 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৮৭ >> << ০৫ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

উত্তরপশ্চিম নাইজেরিয়ায় বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত ৩৩ জন

নাইজেরিয়া ঃ নাইজেরিয়ার একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পশ্চিম কাদুনা প্রদেশে শনিবার রাতে চালানো বন্দুকধারীদের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এ সময় হামলাকরীরা অন্তত ৪০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জাঙ্গোন কাতাফ জেলায় রাঞ্জি গ্রামের বাসিন্দারা যখন ঘুমোচ্ছিলেন তখন সশস্ত্র একদল লোক হামলা চালায় এবং গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। নিরাপত্তা বাহিনীর হস্তক্ষেপের আগে তারা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। জেলাপ্রধান ফ্রান্সিস সানি বলেন, নিহতদের সমাধিস্থ করা হয়েছে এবং জীবিতদের চিকিৎসা চলছে। এখনো কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে, এলাকাবাসী জানিয়েছে, এ ঘটনার জন্য দায়ী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো স্থানীয়ভাবে ডাকাত দল হিসেবে পরিচিত। তিন দিন আগে একই ধরণের হামলার জন্য ডাকাতদেরই দায়ী করা হয়। সেই হামলায় পাশের এক গ্রামে আট জনকে হত্যা করা হয়। কাদুনা প্রদেশের গভর্নর নাসির আলরুফাই এই হামলাকে অগ্রহণযোগ্য ও অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছেন।

বাজার দর
SENSEX : 59727.01 -183.74
NIFTY : 17660.15 -46.70

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .11 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .26 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

চান্দ্র নববর্ষ উপলক্ষে ৩ হাজার বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে মিয়ানমারের সেনা শাসকরা

নেপিদো ঃ মিয়ানমারের সামরিক সরকার সোমবার ঐতিহ্যবাহী চান্দ্র নববর্ষের ছুটির দিন উপলক্ষে ৩ হাজারের বেশি বন্দীর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। তবে, মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে সেনা শাসনের বিরোধিতা করার কারণে আটক করা হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীদের কেউ অন্তর্ভুক্ত ছিলো কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। রাষ্ট্রচালিত টেলিভিশন এমআরটিভি জানিয়েছে, ২০২১ সালের ক্ষমতা দখল করার পর, সামরিক বাহিনী দ্বারা গঠিত শাসক পরিষদ, স্টেট এডিমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল ৩ হাজার ১১৩ জন বন্দীকে ক্ষমা করেছে। এদের মধ্যে ৯৮ জন বিদেশী। তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো হবে। বড় কোনো উৎসবের ছুটিতে বন্দীমুক্তি একটি সাধারণ বিষয়। স্বাধীন সংস্থা অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাসোসিয়েশন ফর পলিটিক্যাল প্রিজনার্স এর মতে, মিয়ানমারের সাবেক বেসামরিক নেতা অং সান সু চিসহ প্রায় ১৭ হাজার ৪৬০ জন রাজনৈতিক বন্দী গত বুধবার পর্যন্ত আটক ছিলেন। এই সংস্থাটি রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে। গ্রেপ্তার এবং হতাহত হওয়া ব্যক্তিদের বিস্তারিত তালিকা তৈরি এবং সংরক্ষণ করে। মিয়ানমার ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সেনা শাসিত দেশ। ঐ সময় সেনাবাহিনী সু চির নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ক্ষমতা দখলের সময় ব্যাপক অহিংস প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় সামরিক বাহিনী। পরে এই প্রতিরোধ সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ লাভ করে। অ্যাসিস্টেন্স অ্যাসোসিয়েশন ফর পলিটিক্যাল প্রিজনার্স জানায়, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে, নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে অন্তত ৩ হাজার ২৪০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। এই তালিকায়, যুদ্ধে হতাহত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত নন। সাবেক রাজনৈতিক বন্দীদের সংগঠন, ফর্মার পলিটিক্যাল প্রিজনার্স সোসাইটির জ্যেষ্ঠ সদস্য তুন কাই বলেন, মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে কতজন রাজনৈতিক বন্দী থাকবেন তা জানা নেই। কোনো কারণে যদি থাকে, তবে এটি সামরিক সরকারের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে নেয়া একটি পদক্ষেপ।

যত কাণ্ড মুকুল রায়কে নিয়ে

কলকাতা ঃ মুকুল রায়ের গোপন দিল্লিযাত্রা ঘিরে জল্পনা। প্রবীণ বিধায়ক কি ফের বিজেপিতে যোগ দেবেন? তৃণমূলে যোগ দিলেও খাতায়কলমে এখনো বিজেপির বিধায়ক মুকুল রায়। শরীরমন সুস্থ না থাকায় তিনি কার্যত রাজনীতির আঙিনার বাইরেই রয়েছেন। এ হেন মুকুলকে নিয়ে সোমবার সন্ধ্যা থেকে বঙ্গ রাজনীতির পারদ চড়ছে।

গতকাল রাতের বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি উড়ে যান মুকুল। তার সঙ্গী ছিলেন দু'জন। দিল্লি বিমানবন্দর থেকে মুকুলের বেরোনোর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে মুকুলকে বলতে দেখা গিয়েছে, আমি কি দিল্লি আসতে পারি না? আমি এখানকার এমএলএ, এমপিও ছিলাম। কোনো বিশেষ কারণে আসেনি। যতদিন দরকার হয় থাকব।

মুকুলের পুত্র, সাবেক বিধায়ক শুভ্রাংশু রায় দাবি করেছেন, তিনিও বাবার দিল্লি যাওয়ার কথা জানতেন না। তৃণমূল নেতা বাবার নামে নিখোঁজ ডায়েরি করেন। বাবাকে বিমান থেকে নামিয়ে দেয়ারও অনুরোধ করেন। শুভ্রাংশুর অভিযোগের ভিত্তিতে আজ বিমানবন্দর থানায় তলব করা হয় বিজেপি নেতা পীযূষ কানোরিয়াকে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে শুভ্রাংশু জানান, এ দিন দুপুর পর্যন্ত তার সঙ্গে বাবার যোগাযোগ হয়নি। মুকুলপুত্র বলেন, বাবা হাই শুগার, প্রেসার, পার্কিনসন্স, ডিমেনশিয়ার মতো হাজারো রোগে ভুগছেন। তার কাছে এক টাকাও নেই যে কোথাও যাবেন। এর পিছনে টাকার খেলা রয়েছে। একজন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে যা নিন্দনীয়। মুকুল রাজ্যসভার সংসদ ও দেশের রেলমন্ত্রী ছিলেন। কার্যত স্বেচ্ছা নির্বাসন নিলেও অতীতের হেভিওয়েট রাজনীতিকের 'অন্তর্ধান' ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। সামনে এসেছে তার দিল্লির বিমানের বোর্ডিং পাস। সূত্রের খবর, সোমবার রাতে তিনি রাজধানীতে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

মঙ্গলবার বিজেপি নেতা, সাবেক সাংসদ অনুপম হাজরা ফেসবুকে একটি শব্দের পোস্টে লিখেছেন 'প্রত্যাবর্তন'। এতে প্রশ্ন জোরালো হয়েছে, মুকুল কি পদ্ম শিবিরে ফিরবেন? অনুপম কিছু খোলসা করেননি। তৃণমূল নিশানা করেছে বিজেপিকে। পশ্চিমবঙ্গের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য, মুকুলকে দেখে অসুস্থ মনে হল। এমন মানুষকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে যদি বিজেপি ব্ল্যাকমেল করে, তা অত্যন্ত অন্যায়। একসময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির 'চাণক্য' হিসেবে পরিচিত ছিলেন তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড' মুকুল। দল বদলে ২০২১ সালে তিনি বিজেপির টিকিটে জেতেন নদিয়ার কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে। পরে ফিরে আসেন তৃণমূলে। তিনি কোন দলের বিধায়ক, তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটি টুইটের সঙ্গে মুকুলপর্বকে জোড়া হচ্ছে। তৃণমূলের ৯২ জন সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধি নিয়োগের সুপারিশ করেছেন, নামসহ টুইটে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। সেই তালিকায় শুভ্রাংশু রয়েছেন।

গতকালই নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা গ্রেপ্তার হয়েছেন। এ দিন ঘাসফুলের আর এক বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। শাসক দলের আরো নেতাবিধায়কসাংসদ কেন্দ্রীয় সংস্থার নজরে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শুভ্রাংশুর 'সুরক্ষা' নিশ্চিত করতেই কি পরিকল্পনামাফিক মুকুলের দিল্লি সফর? রাজনৈতিক বিশ্লেষক মইদুল ইসলাম বলেন, শুভ্রাংশু ক্যামেরার সামনে বলেছেন, তিনি ফের বিধায়ক হলে হাজারবার চাকরির সুপারিশ করবেন। সুতরাং ওকে এক্ষেত্রে বাঁচানোর প্রশ্ন উঠছে না, যেহেতু সুপারিশকে তিনি অনৈতিক ও বেআইনি মনে করেন না।

আইপিএলেও প্রকাশ্যে সৌরভ ও কোহলির তীব্র বিরোধ

কলকাতা ঃ সৌরভ বোর্ড প্রেসিডেন্ট থাকার সময় কোহলির সঙ্গে তার সংঘাত সামনে আসে। আইপিএলে সেই লড়াই অনেক বেড়েছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এখন দিল্লি ক্যাপিটালসে ক্রিকেট ডিরেক্টর। তা সত্ত্বেও দল পরপর পাঁচটি ম্যাচ হেরেছে। আর একটি ম্যাচ হারলে প্রতিযোগিতা থেকে কার্যত ছিটকে যাবে। এই আইপিএল টিমের কর্তারা পুরো কোচিং স্টাফকে ছাঁটাই করার কথা ভাবছেন। সেক্ষেত্রে সৌরভ, কোচ রিকি পন্টিং, চার সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন, প্রবীণ আমরে, অজিত আগারকর, বিনু জর্জ সকলের চাকরি যেতে পারে। তবে সেটা অন্য প্রসঙ্গ। দিল্লির আগের ম্যাচ ছিল বিরাট কোহলির বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেও ডাগ আউটে বসেছিলেন সৌরভ। একটা ক্যাচ নেয়ার পর বিরাট দিল্লির ডাগ আউটের দিকে তাকান। সেই চাহনিটা অনেকের কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকেছে। বেঙ্গালুরু সেই ম্যাচ জিতে যায়। তারপর নিয়মতো দুই টিম ও সাপোর্টিং স্টাফ একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলায়। সেই পর্ব যখন চলছিল, তখন সৌরভের সামনে ছিলেন রিকি পন্টিং। তিনি যখন বিরাটের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন, তখন সৌরভ পন্টিংকে টপকে এগিয়ে পরের প্লেয়ারের সঙ্গে হাত মেলান। বিরটের সঙ্গে হাত মেলাননি সৌরভ। বিষয়টা এখানেই থামেনি। এরপর বিরাট ইনস্টাগ্রামে সৌরভকে আনফলো করে দেন। মোট ১৭৬ জনকে ফলো করতেন বিরাট। তার মধ্যে সৌরভও ছিলেন। সৌরভকে আনফলো করে প্রত্যাঘাত করেন বিরাট। এভাবেই আইপিএলেও সৌরভ ও বিরাটের সম্পর্কের তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছে। এর আগে সৌরভ যখন বোর্ড প্রেসিডেন্ট তখন বিরাট জানান, তিনি টি টোয়েন্টির অধিনায়ক পদ ছেড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু টেস্ট ও একদিনের আন্তর্জাতিকে অধিনায়ক থাকবেন। কিন্তু বোর্ড এরপর টেস্ট ও একদিনের আন্তর্জাতিকে অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে বিরাটকে সরিয়ে দেয়। সৌরভের যুক্তি ছিল, টি টোয়েন্টি ও একদিনের আন্তর্জাতিকের অধিনায়ক একই হওয়া উচিত। পরে সৌরভ দাবি করেন, তিনি বিরাটকে টি টোয়েন্টির অধিনায়কপদ ছাড়তে মানা করেছিলেন। কিন্তু বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, বোর্ডের কারো কাছ থেকে তিনি এরকম কোনো ফোন পাননি। রবি শাস্ত্রীর সঙ্গেও সৌরভের সম্পর্ক খুব একটা মধুর নয়। শাস্ত্রী সম্প্রতি আইপিএলের ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, 'লড়াই করে হারা এক কথা, আর বিপক্ষের কাছে এভাবে প্রতিরোধহীনভাবে হারা আরেক জিনিস।

মৃত আতিকের চিঠি পৌঁছাল প্রধান বিচারপতির কাছে

এলাহাবাদ (এজেন্সী) ঃ আতিক বলে রেখেছিল, তাকে হত্যা করা হলে তার চিঠি পাঠাতে হবে প্রধান বিচারপতি ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

এলাহাবাদ বা প্রয়াগরাজে পুলিশ পরিবৃত হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় গুলি করে হত্যা করা হয় উত্তরপ্রদেশের অভিযুক্ত ডন তথা রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদ ও তার ভাই আসরাফকে। এরপরই আতিকের ইচ্ছানুযায়ী সিলবন্ধ চিঠি পৌঁছালো সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রড়ড় ও উত্তরপ্রদেশেরমুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে।

আতিকের আইনজীবী বিজয় মিশ্র জানিয়েছেন, এই চিটি তিনি পাঠাননি। চিঠিতে কী আছে, তাও তিনি জানেন না। এই চিঠি অন্য কোথাও রাখা ছিল। আতিকের ইচ্ছে মেনে তা অন্য কেউ পাঠিয়েছে। তার মানে আতিকের মনে হয়েছিল, তাকে হত্যা করা হতে পারে।

আতিকের বিরুদ্ধে একশটির মতো অভিযোগ ছিল। খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ থেকে শুরু করে নানা ধরনের অভিযোগ। তার মধ্যে একটি অভিযোগে আদালত তাকে শাস্তি দিয়েছিল। উমেশ পালকে অপহরণ করার অভিযোগ। এই উমেশ পালকেই কিছুদিন আগে প্রয়াগরাজেই হত্যা করা হয়। সাতজন গাড়িতে করে এসে তাকে হত্যা করে। তার মধ্যে আতিকের ছেলে আসাদও ছিল। পরে পুলিশের গুলিতে আসাদ ও তার সঙ্গী গুলাম মারা যায়। গাড়ির চালকও পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মৃত। উমেশ পাল আবার সাবেক বিএসপি বিধায়ক রাজু পালের আত্মীয়। রাজুকে আতিক হত্যা করেছে বলে অভিয়োগ। তার একমাত্র সাক্ষী ছিলেন উমেশ।

আতিকের দুই ছেলে এখন জেলে। স্ত্রীর বিরুদ্ধেও চারটি অভিযোগ রয়েছে। স্ত্রী পলাতক। আতিক প্রয়াগরাজের একটি কেন্দ্র থেকে পাঁচবারের বিধায়ক ও একবার সে সাংসদও হয়েছিল। জেলে থাকার সময়ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জেতে আতিক। যেভাবে আতিককে মারা হয়েছে তা নিয়ে সোচ্চার বিরোধী দলগুলি। সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব বলেছেন, ''উত্তরপ্রদেশের আইনের শাসন যে কোথায় তা এই ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে। এভাবে পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে যখন কাউকে মারা হয়, তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা কী, তা সহজেই অনুমান করা যায়। একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। কিছু মানুষ তা ইচ্ছে করে তৈরি করছে।''

পুলিশের গুলিতে নিহত আসাদের মৃতদেহ প্রয়াগরাজে নিয়ে আসা হচ্ছে। পুলিশের গুলিতে নিহত আসাদের মৃতদেহ প্রয়াগরাজে নিয়ে আসা হচ্ছে।

এআইএমআইএম নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেছেন, ''আতিক ও তার ভাই সরকারি হেফাজতে হাতকড়া পরা অবস্থায় খুন হয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যারা এনকাউন্টাররাজের সমর্থক, এই হত্যার জন্য তারাও দায়ী।''

সাবেক মন্ত্রী ও আইনজীবী কপিল সিবাল বলেছেন, ''একসঙ্গে দুইটি হৎয়া হয়েছে। আতিক ও তার ভাইয়ের এবং আইনের শাসনের।''

নির্মাণ ভবনের এমন গঠন আজকালকার ইটের গাঁথনির তুলনায় অনেক বেশি মজবুত

কার্বন নির্গমন কমাবে বাতাসভরা হালকা কংক্রিট

বার্লিন ঃ কংক্রিট ছাড়া বড় নির্মাণ প্রকল্প অকল্পনীয়। অথচ উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রয়োগ পর্যন্ত কংক্রিটের কার্বন ফুটপ্রিন্ট অত্যন্ত বেশি। সেই ক্ষতির মাত্রা কমাতে বিজ্ঞানীরা এক ঢিলে দুই পাখি মারার উদ্যোগ নিচ্ছেন।

তথাকথিত 'এক্সপ্যান্ডেড ক্লে' নামের ক্ষুদ্র বাতাসভরা মাটির গোলক মেশালে কংক্রিটের ওজন কমে যায়। এই উপাদান হয়তো কংক্রিটের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে পারবে। কাচের ক্ষুদ্র গোলক দিয়েও সেটা সম্ভব। মেটিরিয়াল্স বিজ্ঞানী হিসেবে কার্লক্রিস্টিয়ান টিনেল বলেন, ''দুই উপাদানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শক্ত অবয়বের মধ্যে বাতাস ভরা হয়। যত বেশি বাতাসের সুষম বণ্টন ঘটবে, উপাদানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তত ভালো হবে।'' সেই উপাদান দিয়ে তৈরি তথাকথিত 'ইনফ্রা লাইটওয়েট কংক্রিট'-এর মধ্যে এত বাতাস থাকে, যে সেটি পানির উপরেও ভাসতে পারে। জার্মান সেনাবাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিস্টিয়ান টিনেল ও তাঁর টিম 'ইনফ্রা লাইটওয়েট কংক্রিট'-এর গঠন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন। প্রথমে 'এক্সপ্যান্ডেড ক্লে', তারপর জল ও সবশেষে সিমেন্ট যোগ করতে হয়।

প্রচলিত কংক্রিটের প্রায় একচতুর্থাংশ ওজনের এই কাঠামো কিন্তু নির্মাণের সাইটে ব্যবহার করা কঠিন। তা সত্ত্বেও টিম যথেষ্ট সন্তুষ্ট। মেটিরিয়াল্স বিজ্ঞানী হিসেবে ন্যান্সি বয়েন্টার মনে করিয়ে দেন, ''কংক্রিট কিন্তু ঢালতেও পারা চাই। সুন্দর চকোলেট মুসের মতো গঠন হতে হবে।''

সেই কংক্রিট দিয়ে দেওয়াল তৈরি করা যায়, যার মধ্যে বাতাসের কারণে ইনসুলেশনের মাত্রাও খুব ভালো হয়। এমন দেওয়ালের বাড়তি ইনসুলেশনের প্রয়োজন হয় না। ফলে স্টাইরোফোম ব্যবহার করতে হয় না। 'ইনফ্রা লাইটওয়েট কংক্রিট' অন্যভাবেও জলবায়ুকে সাহায্য করে। কার্লক্রিস্টিয়ান টিনেল বলেন, ''ছিদ্র থাকায় আমি বাতাস থেকে সিওটু অথবা সার্বিকভাবে সিওটুসহ বাতাস ঢুকিয়ে দিতে পারি। সেই বাতাস কংক্রিটের মধ্যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সংস্পর্শে এলে সিওটু আটকা পড়ে। ফলে উৎপাদনের সময় যে সিওটু নির্গমন হয়, এভাবে তার কিছু অংশ সাশ্রয় করা যায়।''

ছিদ্রের মাধ্যমে 'ইনফ্রা লাইটওয়েট কংক্রিট' কার্যত গ্রিনহাউস গ্যাস শুষে নেয়। কংক্রিটের মিশ্রণ তৈরির রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময় যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড সৃষ্টি হয় এবং কংক্রিটের মধ্যে থেকে যায়, সেটি বাতাস থেকে সিওটু শুষে নেয় এবং কয়েক বছর পর আবার চুনাপাথরে পরিণত হয়।

তা সত্ত্বেও কংক্রিট স্থিতিশীল থাকে। স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বিজ্ঞানীদের টিম লক্ষ্য করেছে, যে কংক্রিটের মধ্যে সূঁচালো অংশ সৃষ্টি হয়, যেগুলি একে অপরের সঙ্গে আটকে গিয়ে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। ন্যান্সি বয়েন্টার বলেন, ''কীভাবে মাইক্রোস্ট্রাকচারের বিকাশ ঘটে, আমরা তা পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, কঠিন পদার্থ হিসেবে যেভাবে সূঁচালো অংশগুলি সৃষ্টি হয়, তা কংক্রিটের শক্ত গঠন নিশ্চিত করে। সেই সঙ্গে কাঠামোর মধ্যে ছিদ্রও লক্ষ্য করছি। প্রচলিত কংক্রিটের তুলনায় অনেক বেশি ছিদ্র ও বাতাস তার মধ্যে রয়েছে।''

কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রচলিত কংক্রিটের তুলনায় হালকা এই সংস্করণ কতটা মজবুত? এক পরীক্ষায় তা দেখা যাচ্ছে। প্রচলিত কংক্রিটের এক ব্লকের উপর চাপ সৃষ্টি করে দেখা গেল, যে ৬০ টন চাপের মুখে সেটি ভেঙে যায়। তারপর মাত্র নয় টন ওজনের চাপেই হালকা কংক্রিট ভেঙে গেল। টিনেল বলেন, ''ভবনের এমন গঠন আজকালকার ইটের গাঁথনির তুলনায় অনেক বেশি মজবুত। আমাদের কংক্রিটের মানও যথেষ্ট বেশি, যা এখানে বিকৃতির সীমার ক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমন কংক্রিট দিয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় নির্মাণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে আমাদের ট্র্যাকিংয়ের বড় সুবিধা রয়েছে। নমুনাটি পুরোপুরি ভেঙে গেলেও প্রায় অর্ধেক ধারণ ক্ষমতা রয়েছে।''

ক্রিস্টিয়ান টিনেলের মতে, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ভবন নির্মাণের জন্য এমন মাত্রার মজবুত গঠন যথেষ্ট। তবে সেটি দিয়ে সেতু অথবা বহুতল ভবন নির্মাণের পরামর্শ দিচ্ছেন না তিনি।

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

পঞ্চায়েত ভোটের আগে সেতুর দাবিতে সরব খুকলুং মেলা বস্তির বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি । ভোট আসে ভোট যায় শুধু মিলে আশ্বাস , হয়নি নোনাই নদীর উপর সেতু নির্মাণ।সেতু না থাকায় গ্রীষ্মকালে হাঁটু জল পেরিয়ে ও বর্ষায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হয় বন বনাঞ্চল লাগোয়া বস্তির বাসিন্দাদের। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতাগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর খট্টিমারি এলাকায় নোনাই নদীর এক তীরে রয়েছে অধিকারী পাড়া ও অপর তীরে অবস্থিত খুকলুং মেলা বস্তি। খট্টিমারি গোঁসাইহাট বনাঞ্চল লাগোয়া এই বস্তিতে বসবাস করে রাভা জনজাতির মানুষেরা। বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়ন হলেও, এই রাভা বস্তিতে উন্নয়নের আলো যে তেমন ভাবে পৌঁছায়নি,এই বস্তিতে এলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। নেই জুনিয়ার হাই স্কুল, হাই স্কুল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র।স্কুল ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটোই রয়েছে নদীর এপারে অধিকারী পাড়ায়। নদী পেরিয়ে এখানকার পড়ুয়ারা পৌঁছায় অধিকারী পাড়া স্কুলে। পাশাপাশি খুকলুং বস্তির গর্ভবতী মহিলারাও টিকা নিতে আসেন অধিকারী পাড়ায়। নদী পেরিয়ে অধিকারী পাড়ায় পৌঁছতে সময় কম লাগায়,বিকল্প পথ হিসেবে নদী পেরিয়ে অধিকারী পাড়ায় আসতে হয় রাভা বস্তির বাসিন্দাদের। নদী পার করে অধিকারী পাড়ার দূরত্ব মাত্র ১ থেকে দেড় কিলোমিটার।কিন্তু ঘুর পথে সেখানে পৌঁছাতে হলে দূরত্ব বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার।তাতে সময়ও লাগে অনেক। শুধু তাই নয়, সেই রাস্তায় রয়েছে জঙ্গল। জঙ্গলের রাস্তায় বন্যপ্রাণীদের আনাগোনা প্রায় লেগেই থাকে।যখন তখন বেরিয়ে পড়ে হাতি, বাইসন সহ অন্যান্য বন্য প্রাণীরা।

গ্রীষ্মে নদী পেরিয়ে যাতায়াত করা গেলেও,বর্ষাকালে সেই জঙ্গলের রাস্তা দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়ুয়া গর্ভবতী মহিলা ও রাভা বস্তির মানুষদের পৌঁছাতে হয় নিজেদের গন্তব্যে। তাই এই এলাকায় নোনাই নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য বহুবার আবেদন জানিয়েছেও সেতু নির্মাণের দাবি পূরণ হয়নি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনেকেই এলাকা পরিদর্শন করে গেছে, শুধুমাত্র আশ্বাস মেলে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেতু নির্মাণের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে হাতির আক্রমণে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে ।সেই ঘটনার পর আরও বেশি আতঙ্কগ্রাস করছে এলাকার পড়ুয়া ও অভিভাবকদের। নদীর ওপর ব্রিজ নেই ,তাই ঘুরপথে বহুদূর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রছাত্রী গর্ভবতী মহিলা সহ সকলকে যাতায়াত করতে হয়।এর ফলে এই এলাকার অনেক শিশুই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন দাবি রাভা ডেভলপমেন্ট বোর্ডের সম্পাদক রবি রাভার। ব্রিজ হয়ে গেলে খুব সহজেই এই এলাকার মানুষেরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।বর্ষায় রাস্তার উপর হাতি দাঁড়িয়ে থাকে, শীতকালে ঘন কুয়াশায় ঝোপের আড়ালে হাতির দাঁড়িয়ে থাকে তাই হাতির আতঙ্কে গর্ভবতী মহিলারা স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করতে যেতে পারেনা। অপর আরেকজন বাসিন্দা মুকুন্দ রাভা জানিয়েছে, আমাদের অনেক পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে ব্রিজ হয়ে গেলে অনেক সুবিধে হবে। বর্ষায় নদী পারাপার করে যাতায়াত করতে পারি না কাজে যেতে হলে জঙ্গলের রাস্তা ধরে যেতে হয়।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।প্রধান জিতেন্দ্র নাথ রায় বলেন, চলতি আর্থিক বর্ষে নোনাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করার জন্য অ্যাকশন প্ল্যানে ধরা হয়েছে। অনুমোদন প্রায় হয়ে গেছে দ্রুত কাজ শুরুর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে সামনেই পঞ্চায়েত ভোট ভোটের আগে সেতু নির্মাণের আশায় অপেক্ষারত রাভা বস্তির বাসিন্দারা।

আলিপুরদুয়ারে ঝটিকা সফরে কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী তথা সাংসদ জন বারলা

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারে ঝটিকা সফরে কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী তথা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা।এদিন নিজের অফিসে বসে সাংবাদিক দের বলেন,আমার টাকা কোথায় যাবে? ডিএম এর কাছে যাবে।ডিএম যদি না করে তবে? ডিএম তো ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট।তৃনমূল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ডিএম।ডিএম তৃনমূল চাইছেনা জন বারলা কাজ করুক।ফিতে কাটবো।১৬০ টি কাজ হয়েছে।আমাকে ফিতে কাটতে দেয়না।অনেক কাজ হয়েছে।জোর করে করতে হচ্ছে।আমরা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি আমাদের চেয়ার নেই।একটা ফাটা চেয়ার দিলেই হতো।ডিএম তো সব সিলেকশন করে।তৃনমূলের সর্বভারতীয় মর্যাদা নেই এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন দিদি তো স্বপ্ন দেখছিলেন,পুরো দেশে উনি রাজ ক রবেন।প্রধানমন্ত্রী হবেন?২০০১ বলেন এটা সেমি ফাইনাল।২০২৪ এ ফাইনাল হবে।তারপরে দিদি প্রধানমন্ত্রী হবেন।উনার মুখ্যমন্ত্রীর পদ থাকবে কিনা এটা সন্দেহ আছে।ওদের এমএল এ মন্ত্রীরা ওকে পদ থেকে সরাবে।এমন দিন আসছে ওদের এমপি মন্ত্রী ওকে সরিয়ে দিচ্ছে। টু ম্যান ডিজিশন।ওরা সব পদ নিয়ে আছে।দিদি ভাইপো।পদ ডিভাইড করা হচ্ছেনা।কলকাতা থেকে হুচ্ছে।পুলিশ প্রশাসন ব্যার্থ।সব লুঠ হচ্ছে।আমরা পুরসভা জিতেছিলাম।বাক্স পালটে ওরা জিতেছে।আমরা কি করে থার্ড পজিশনে যাব।

একটা পুরসভা আমরা জিততে পারব না।সেন্ট্রাল ফোর্স ছাড়া পঞ্চায়েত ভোট হবেনা।পুলিশ ছাপ্পা ভোট করবে।পাবলিক ভয় পাচ্ছে।বাড়ি বাড়ি গ্রামে আতঙ্ক ছড়বে।লাশ বের হবে।এরকম পরিস্থিতি হবে।মানুষ বিশ্বাস করছে না ওদের।মোদীকে দেখার জন্য যাচ্ছে।ডিএম চার বছরে ডাকেন নি।এরকম দিন আসবে তৃনমূলের ঝান্ডা ধরার লোক থাকবেনা।মানুষ বিরক্ত।পুলিশ কে দিয়ে রাজনীতি হচ্ছে।

গলায় গামছা দিয়ে ফাস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন বছর চোদ্দোর নাবালিকা। ঘটনা চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি তে

জলপাইগুড়ি — জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর কালা মাটির বাসিন্দা মৃতজেন রায়ের, নাবালিকা কন্যা সাগরিকা রায়(চৌদ্দ বছর) নিজের ঘরের ধরনায় গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সাগরিকা রায়, পানবাড়ি ভবানী, উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। গতকাল সাগরিকার, মা কবিতা রায় বিশেষ প্রযোজনে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে একাই ছিলেন সাগরিকা সেই সুযোগে নিজের ঘরের ধরনায় গলায় ফাঁস লাগালে , ঠিক সেই সময় মৃত সাগরিকার ঠাকুর মা ফেলেন রায় সাগরিকা কে ডাকাডাকি করেও কোন শব্দ না পাওয়া ঘরের দরজা খুলতেই সাগরিকাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান সাগরিকা ঠাকুরমা। এই মত অবস্থায় ঠাকুর মার চিৎকারে আশেপাশের মানুষজন উঠে আসে, পরে ঝুলন্ত সাগরিকাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালের , কর্তব্যরত চিকিৎসক সাগরিকা কে মৃত বলে ঘোষণা করে। কি অবস্থায় ময়নাগুড়ি থানায় খবর দিলে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসে। মৃত দেহটি ময়না তদন্তের জন্য , মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি , সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের কাকা সুকুমার রায় বলেন ভাস্তির কোন বাড়িতে অশান্তি ছিল না, তবে ভাস্তির সঙ্গে এলাকার এক যুবকের ভালোবাসা ছিল। যুবকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল মেয়ের বয়স হলেই বিয়ে হতো বলে জানান কাকা। তবে সাগরিকা কি কারনে আত্মহত্যার , পথ বেছে নিল তা তাদের অজানা।

বিজেপির সেবা সপ্তাহ পালন

মালদা ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংকল্প বিজেপির সেবা সপ্তাহ পালন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হবিবপুর ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সকালে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি পালন করা হয় হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী হসপিটালে । উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির পক্ষ থেকে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি করা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। তাই বৃহস্পতিবার সকাল বেলা সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে হবিবপুর ব্লকের বিজেপি পক্ষ থেকে বুলবুলচনডি গ্রামীন হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফলমূল,জলের বোতল বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করাহয়। সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি করা হয় বিজেপি পক্ষ থেকে। এদিন বুলবুলচন্ডী পার্টি অফিস থেকে একটি র‍্যালি করে বিভিন্ন এলাকায় পথ পরিক্রমায় করে শেষে বুলবুলচন্ডী হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরন করে সেবা সপ্তাহ উত্যাপন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর বিধানসভার বিধায়ক জুয়েল মুর্মু,জেঠ পি ২ মন্ডল সভাপতি সঞ্জীব সরকার,জেট পি৫ মন্ডল সভাপতি পঞ্চানন বর্মন, সহ দুটি অঞ্চলের বিজেপি প্রধান সহ বিজেপি অন্যান্য কর্মীরা।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ৬ অস্ত্র কারবারি

মালদা ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ২ অস্ত্র কারবারি। উদ্ধার হয়েছে চারটি পিস্তল, পাঁচটি ম্যাগাজিন এবং ৬ রাউন্ড কার্তুজ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার কালিয়াচক থানার ঘড়িয়ালী চক এলাকায়। অন্যদিকে কালিয়াচকের নারায়নপুরে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতায় হয় একজন। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানুতর। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে,ধৃতদের নাম হালিম শেখ(১৯) ও জনি শেখ(২০)নামে দুই অস্ত্র কারবারি কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত দুই জনই কালিয়াচক থানা এলাকার বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি সেভেন এম এম পিস্তল। পাঁচটি ম্যাগাজিন ও ৬ রাউন্ড কার্তুজ। মালদার কালিয়াচক থানার পুলিশ গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ঘরিয়ালচক গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুইজনকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে।পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান এই আগ্নেয়াস্ত্র গুলি ব্যবসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। অন্যদিকে কালিয়াচক থানার নারায়নপুর এলাকায় মোবারোক শেখ নিমে একজনকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সেভেন এম এম পিস্তল। এই কারবারের সাথে আর কারা যুক্ত রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত আরম্ভ করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন,ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুর হয়েছ। দক্ষিন মালদার সাংগঠনিক জেলার সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন, পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস করতে শাসকদল জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই অস্ত্র মজুদ করা হচ্ছে। শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদত না থাকলে এই অস্ত্র মজুদ সম্ভব নয়। অন্যদিকে জেলা তৃণমুলর সহ সভাপতি দুলাল সরকার বলেন,পুলিশ প্রশাসন এদরকে গ্রেফতার করে আইনী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। বিজেপি বিরোধীতা ছাড়া ভালো কাজ কিছু করে না। হয়তো বিজেপি এগুলো মজুত করছে। পুলিশ প্রশাসন তা রুখে দিয়েছে।

বন্য শুয়োরের আক্রমণে মহিলা গুরুতর আহত

আলিপুরদুয়ার ঃ জঙলী শুকরের হানায় মারাত্মক ভাবে জখম হল এক মহিলা । ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুফুরে কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া গোপালবাহাদুর বস্তি এলাকায়। এদিন এলাকার বাসিন্দা কল্পনা ছেত্রি মাঠে ঘাস কাটছিল । বক্স ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল থেকে আচমকা এক জঙলী শূকর বেরিয়ে কল্পনা ছেত্রির উপর হামলা চালায় এই ঘটনায় কল্পনা ছেত্রি মারাত্মক ভাবে জখম হয় । পরিবারের সদস্যরা কল্পনা ছেত্রগ কে উদ্ধার করে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে কল্পনা ছেত্রি লতাবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুকুর পাড়ে পড়ে থাকা ব্যাগে শতাধিক এটিএম কার্ড, চাঞ্চল্য

মালদা ঃ রতুয়া দু'নম্বর ব্লকের মহারাজপুর এলাকায় বিপুল পরিমাণে এটিএম কার্ড উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য। পরিত্যক্ত পুকুরের পাড় থেকে প্রায় এক বস্তা এটিএম কার্ড উদ্ধার হয়েছে এমনটাই জানাচ্ছে স্থানীয়রা। এই এটিএম কার্ড কিভাবে এলাকায় পৌঁছল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হলেন স্থানীয়রা। মালদার রতুয়া ২ ব্লকের অন্তর্গত মহারাজপুর এলাকায় অবস্থিত রয়েছে বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক এর একটি শাখা। এই ব্যাংকের শাখার ঢিল ছড়া দূরত্বে বস্তা এখানে উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের মতে এই এটিএম কার্ড এখনো বাতিল হওয়ার সময়সীমা বাকি রয়েছে। গ্রাহকদের নামে তৈরি হওয়া এই এটিএম কার্ড কি করে ফেলে দিল সে নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন গ্রামবাসীরা। গোটা ঘটন ায় বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, এই এটিএম কার্ড থেকে কোন গ্রাহকের ক্ষতি হবে না। এটিএম কার্ড তৈরি হলেও কোন গ্রাহকের কাছে ইস্যু হয়নি। তবে ব্যাংকের এটিএম উদ্ধারের ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানাচ্ছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

মিডডে মিলের গোলযোগের অভিযোগে শিক্ষকদের কক্ষে বন্দি করেছেন অভিভাবকরা, অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস BDO

মালদা ঃ অনিয়মিত মিড ডে মিল সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুল শিক্ষকদের তালা বন্ধ করল গ্রামবাসী। অনুপস্থিত প্রধান শিক্ষিকা। প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ। শাসকদলের নাম করে গ্রামবাসীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠলো মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার মীরপাড়া তাঁতী পারা প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই মিরপাড়া তাতিপাড়া বিদ্যালয় মিড ডে মিলে অনিয়ম চলছে। নিয়মিত মিড ডে মিল রান্না হয় না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জু সাহার বাড়িতে মিড ডে মিল রান্না করা হয়। স্কুলে পানীয় জলের কোন উৎস নেই। শিক্ষক শিক্ষিকা বা ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন আলাদা টয়লেট নেই। পাশের ফুলহর নদীতে গিয়ে খাবার থালা বাসন ধুতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জু সাহাকে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করলে মঞ্জু সাহা নিজেকে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা বলে উল্টে গ্রামবাসীদেরই হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে মঞ্জু সাহা ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের মেম্বার। এদিকে এই সমস্ত অভিযোগ তুলে গ্রামবাসী স্কুলে উপস্থিত শিক্ষকদের অফিস ঘরে তালা বন্দী করে দেয়। যদিও মঞ্জু সাহা আজও স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন।

পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে প্রতিবাদ করায় বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে প্রতিবাদ করায় বিজেপি কর্মীকে রাস্তায় বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।হাতে আর মাত্র কিছুদিন,তারপরেই পঞ্চায়েত ভোট। ইতিমধ্যেই ভোটের হাওয়ায় উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে গ্রাম বাংলার মাটি। ভোট প্রচারে ময়দানে নেমে পড়েছেন শাসকদলের তাবড় তাবড় নেতা মন্ত্রীরা।এরইমধ্যে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন ওই বিজেপি কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের পানিশালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা গোটা এলাকায়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ডিওয়াইএফআইয়ের উত্তরকন্যা অভিযানে লাঠিকাঁদানে গ্যাস, ধুন্ধুমার পরিস্থিতি শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে ডিওয়াইএফআইয়ের উত্তরকন্যা অভিযানে তুলকালাম। শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড়ে ব্যারিকেড ভেঙে আন্দোলনকারীরা উত্তরকন্যার দিকে এগোতে থাকলে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। কিন্তু আন্দোলনকারীরা অনড় থাকলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। পালটা ঢিল ছোড়েন ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মীরা। জখম হয়েছে একাধিক ডিওয়াইএফআই কর্মী, জখম হয়েছে পুলিশও।নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদ সহ একাধিক ইস্যুতে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এদিন উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেয় বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। কিন্তু বরাবরের মতোই তিনবাত্তি মোড়ে ব্যারিকেড করে মিছিলকারীদের আটকে দেয় পুলিশ। কিন্তু বাম যুবকর্মীরা উত্তরকন্যা পর্যন্ত যাওয়ার দাবিতে অনড় ছিলেন। কিন্তু পুলিশ আন্দোলনরত ডিওয়াইএফআই কর্মীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু বামকর্মীরা সরে না গিয়ে একটি ব্যারিকেড ভেঙে দেয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে পুলিশ লাঠি চালায়, ছোড়া হয় টিয়ার গ্যাসের শেলও। লাঠি চালানোর ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে বাম যুবকর্মীরা। পুলিশের অভিযোগ, আন্দোলনকারীরা তাঁদের উদ্দেশ্য করে ঢিল ছোড়ে। যদিও বামকর্মীদের অভিযোগ, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় লাঠিচার্জ করেছে। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় জখম হওয়ায় তাঁকে পাঁজাকোলা করে অ্যাম্বুল্যান্সে করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের শুরু হল তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দিনহাটায় পারস্পরিক সংঘর্ষে আহত ৩ শ্রমিক

কোচবিহার ঃ ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। তৃণমূল কংগ্রেসের ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত দিনহাটার শুকারুর কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। তৃণমূল কংগ্রেসের এক গোষ্ঠির কর্মীদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের শুকারুর কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি দীপক সেন এর অনুগামী দের বিরুদ্ধে। দিনহাটার শুকারুর কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিষ্ণু সরকার এবং অঞ্চল সভাপতি দীপক সেন এর মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল দীর্ঘদিনের। অভিযোগ আজ সকালে বিষ্ণ সরকারের অনুগামীরা সুকারনটি বাজার এলাকায় গেলে দীপক সেনের অনুগামীরা তাদের উপর হামলা চালায়। সেই হামলায় দীপক সরকার, রফিকুল ইসলাম এবং হরি বর্মন নামে তিনজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হয়। আহতদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে দীপক সরকারের অবস্থা আশঙ্কা জনক থাকায় তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে।

প্রকৃতি বিপরীতমুখী, সিকিমে তুষারপাত সমতলে বাড়ছে তাপমাত্রা

সিকিম ঃ গোটা রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গাতেই তাপমাত্রার পারদ ক্রমশই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। প্রতিদিন বাড়ছে অস্বস্তিকর অবস্থা। তবে সিকিমের আবহওয়া একেবারেই আলাদা। গতকাল রাত থেকেই তুষারপাত হয়েছে সিকিমের বিভিন্ন এলাকায়, আজ সকালেও তুষারপাত এর ঘটনা ঘটেছে। আনন্দে আত্মহারা পর্যটক মহল, বিশেষ করে বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে বিশেষ উন্মাদনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তুষারপাতের খবর শোনার পর অনেকেই পাড়ি দিয়েছেন সিকিমে। হোটেল গুলোতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। সকাল হতে অনেকেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন বরফ দেখতে। তুষারপাতের ঘটনা হওয়ার কারণে সিকিমে আবারও শীতের আমেজ ফিরে এসেছে। ভরা চৈত্র মাসেও ঠান্ডা অনুভব করছে সিকিম। তবে উত্তরবঙ্গের সমতল শহর শিলিগুড়িসহ আরো অন্যান্য জায়গায় কিন্তু তাপমাত্রার বাড়ছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ থেকে ৩৫ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। ইতিমধ্যেই অত্যাধিক গরমের কারণে গরমের ছুটির সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। রোদের হাত থেকে বাঁচতে একাধিক পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ মহল। ছাতা ব্যবহার করা, পর্যাপ্ত পরিমানে জল পান করা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়া, সুতির জামা পরিধান করা সহ আরো বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিড়িয়াখানায় পশুপাখিদেরও গরমের হাত থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সিকিমের ক্ষেত্রে প্রকৃতি একেবারেই বিপরীত, সমস্ত ভালবাসা যেন উগরে দিয়েছে সিকিমকে। তাই গরমে বরফ স্নাত সিকিম তাই পর্যটকদের প্রধান গন্তব্যস্থল ।

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই তিন ভাইয়ের বসত বাড়ি,নগদ টাকা,রইল না খড়কুটোটুকুও

মালদাঃ—বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই তিন ভাইয়ের বসত বাড়ি,নগদ টাকা,রইল না খড়কুটোটুকুও।কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি।এই নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডীপুরা গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চন্ডীপুরা গ্রামের বাসিন্দা আশিক মস্তান, মনির খান ও ইসাক খান।আশিক মস্তানের রান্নার ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক অনুমান।আগুনে হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়,নগদ টাকা,খাদ্য শস্য ও অলঙ্কার সপ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,এদিন দুপুরে আশিক মস্তানের বাড়িতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখে স্থানীয় ব্যক্তিরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান।আগুনের লেলিহান শিখা এতোটাই তীব্র ছিল যে আগুন নেভাতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যায় স্থানীয়দের।ফোন করা হয় দমকল অফিসে।ঘন্টাখানেক পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছায়।ইতিমধ্যে আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত আশিক মস্তান জানান,তিনি এই সময় কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন।আগুন কিভাবে লেগেছে তা তিনি সঠিক বলতে পারছেন।তবে তার পড়নের কাপড় ছাড়া আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুধবার ব্যাঙ্ক থেকে তিনি বাড়ি তৈরি করার জন্য ৫০ হাজার টাকা তুলে এনেছিলেন সেটিও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জানা গেছে ক্ষতিগ্রস্ত আশিক মস্তান পেশায় একজন সাপুড়ে এবং মনির খান ও ইসাক খান পরিযায়ী শ্রমিক। তাদের বাস্তুভিটা ছাড়া এক ছটাক জমি নেই। আগুনে সর্বস্বান্ত হয়ে খোলা আকাশের নীচে ঠাই নিয়েছেন তিনি ভাইয়ের পরিবার।

শিলিগুড়ির জলপাইমোড় থেকে উদ্ধার হলো জীবন্ত প্যাঙ্গোলিন

শিলিগুড়ি ঃ জানাগেছে বুধবার সন্ধ্যায় দুই ব্যক্তি একটি বিলুপ্তপ্রায় প্যাঙ্গোলিন নিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির জলপাইমোর এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিলো। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৈকুন্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনের বেলাকোবা বনদপ্তরের কর্মীরা , ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করে তাদের কাছ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে বিলুপ্তপ্রায় ঐ প্যাঙ্গোলিন।।এর পরেই ২ জনকে গ্রেফতার করে বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা।ধৃতদের নাম নন্দু মুখিয়া ও অমৃত প্রধান। দুইজনই দার্জিলিংয়ে বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জীবন্ত প্যাঙ্গোলিন শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল ধৃতরা। সেই সময় বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা অভিযান চালিয়ে প্যাঙ্গোলিন সহ দুইজনকে গ্রেফতার করে । ধৃতদের আজ জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্

‘মানব চিড়িয়াখানা’ ঃ ইউরোপে বর্ণবাদের ভয়ঙ্কর এক অতীত

বার্লিন ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তখন ইউরোপের দাপুটে দেশগুলোর ঔপনিবেশিক শাসনের দাপট। জার্মানি, পর্তুগাল এবং বেলজিয়ামে তখন বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ধরে এনে রাখা হতো চিড়িয়াখানায়।

ইউরোপীয়রা বাঘ, ভালুকের সঙ্গে খাঁচায় বন্দি মানুষও দেখতেন খুব মজা করে।

জার্মানির হামবুর্গ, পর্তুগালের লিসবন এবং বেলজিয়ামের ব্রাসেলস ইউরোপের বিখ্যাত এই তিন শহরে খুব ঘটা করে আয়োজন করা হতো অপুষ্টিতে কাহিল অশ্বেতাঙ্গ মানুষদের প্রদর্শনী। কলঙ্কের এই ইতিহাস অবশ্য ইউরোপের সবাই প্রায় ভুলতে বসেছেন। মানুষের এমন বর্ণবাদী ‘এথনোগ্রাফিক এক্সিবিশন’এর কথা জার্মানি, পর্তুগাল ও বেলজিয়ামের বেশির ভাগ মানুষ জানেন না এবং যারা জানেন, তারা তা স্বীকার করেন না।

ইউরোপের তখনকার শাসকরা মানবতার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করা এসব প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন মূলত ‘ইউরোপীয় সভ্যতার’ আধিপত্য জাহির করতে। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৫ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হয়ে এই প্রবণতা চলেছে উনিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত।

জার্মানিতে উপনিবেশ থেকে মানুষ অপহরণ করে এনে চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়ে রাখাকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত করেছিলেন ব্যবসায়ী কার্ল হাগেনবেক। তার কোম্পানি জার্মানির হামবুর্গ শহরের চিড়িয়াখানায় প্রথম মানুষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে ১৮৭৪ সালে। সেই থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত হামবুর্গ চিড়িয়াখানায় ‘মানুষ প্রদর্শনী’ ছিল দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ এক আকর্ষণ। কার্ল হাগেনবেক আর বেঁচে নেই। তবে হামবুর্গ চিড়িয়াখানা এখনো আছে। এখনো চিড়িয়াখানাটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে কার্ল হাগেনবেক এর হাগেনবেক কোম্পানি।

সম্প্রতি জার্মানির সংবাদমাধ্যম এনডিআরকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ইউরোপে ‘মানব চিড়িয়াখানা’র অতীত নিয়ে কথা বলেছেন ইতিহাসবিদ ইয়্যুর্গেন সিমার। সেখানে তিনি বলেছেন, হামবুর্গ চিড়িয়াখানার মতো ইউরোপের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় পরিকল্পনা করেই মানুষ রাখা হতো। মানবতার প্রতি এমন অপমানজনক অতীতের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ইয়্যুর্গেন সিমার। তবে ক্লাউস হাবেরবেক এর সন্তান কার্ল মনে করেন, সে আমলের শিল্প এমনই ছিল এবং শিল্পের দাবি পূরণ করতেই বাঘ, ভালুকের মতো মানুষও দেখানো হতো চিড়িয়াখানায়।

পর্তুগালে মানুষ যখন ‘চিড়িয়া’...

পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ছিল চিড়িয়াখানায় মানুষ প্রদর্শনীর রমরমা। তখন পর্তুগাল শাসন করছিলেন স্বৈরাচারী শাসক আন্তনিও ডি অলিভিয়েরা সালাসার। তার উদ্যোগে ১৯৪০ সালের ওয়ার্ল্ড এক্সিবিশনে খাঁচায় বন্দি মানুষ দেখেছেন কয়েক হাজার মানুষ।

ব্রাসেলসের ‘কালো অধ্যায়’

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ১৯৫৮র ওয়ার্ল্ড ফেয়ার, অর্থ্যাৎ বিশ্ব মেলার মতো বড় আয়োজনেও পশু-পাখির মতো প্রদর্শিত হয়েছে মানুষ।

ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক অ্যাগেইন্স্ট রেসিজম (ইএনএআর)-এর প্রত্নতাত্ত্বিক ও অ্যাক্টিভিস্ট ব্রাসেলসের ওই কালো আধ্যায়ের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন । তার মতে, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসার এবং মানুষের মধ্যে পর্যটনে আগ্রহ রাতারাতি খুব বেড়ে যাওয়ার কারণে ইউরোপের দেশগুলো ‘মানব চিড়িয়াখানা’র ধারণা থেকে সরে এসেছে।

জার্মানিতে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করা নিয়ে বিতর্ক

বার্লিন ঃ জার্মানিতে শেষ তিন পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হলো। তারপরই এনিয়ে শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক।

সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়েছিল ২০১২ সালে সাবেক চ্যান্সেলর ম্যার্কেলের সময়ে। ঠিক হয়েছিল, ২০২২ সালে জার্মানির সব পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হবে। কিন্তু রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সেই সময়সীমা বহাল রাখা সম্ভব হয়নি।

বামপন্থি ও বামমনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক নেতারা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু রক্ষণশীল ও শিল্পবাণিজ্যপন্থি রাজনীতিকরা আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন।

কী বলছেন জার্মান রাজনীতিকরা?

গ্রিন পার্টি এই সিদ্ধান্তের বড় সমর্থক। দলের সংসদীয় গোষ্ঠীর নেতা রিকার্ডা ল্যাং বলেছেন, ’’এর ফলে আমরা রিনিউয়েবল এলার্জির নবায়নযোগ্য বা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির জগতে প্রবেশ করলাম। এখন জার্মানির বিদ্যুতের অর্ধেক এখান থেকেই আসে।’’

দলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ’’২০৩০ সালের মধ্যে জার্মানির ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ এই উৎস থেকেই আসবে। এর ফলে পরিবেশ রক্ষা পাবে এবং অর্থনীতির ভিত শক্ত হবে এবং মানুষ ভালো কাজ পাবে।’’

জার্মান চ্যান্সেলর শলৎসের দল এসপিডি জানিয়েছে, ‘‘পরমাণু বিদ্যুৎক বিদায়। অনিশ্চিত, অপরিস্কার, আর্থিক দিক থেকে অলাভজনক শক্তিনীতিকেও বিদায়।’’ কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন জোটের শরিক এফডিপি বলেছে, তারা এই সিদ্ধান্তে একেবারেই খুশি নয়। দলের নেতা ও অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বিষয়টি যদি তার হাতে থাকত, তবে তিনি তিনটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রকে বন্ধ হতে দিতেন না। রক্ষণশীল সিএসইউ জানিয়েছে, ‘‘এটা জার্মানির কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত হবে।’’ সিডিইউ জানিয়েছে, ‘‘এই তিনটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল সবচেয়ে নিরাপদ ছিল।’’

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত ব্রাজিলের - ওয়াশিংটনের নিন্দা

ব্রাজিল ঃ ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের ব্যাপারে ব্রাজিলের অবস্থান নিয়ে একেই সন্তুষ্ট নয় যুক্তরাষ্ট্র। তারওপর পুটিন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের ব্রাজিল সফর আগুনে আরো ঘি ঢেলেছে।

সোমবার ব্রাজিল সফরে গিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। সেখানে তিনি রাশিয়াইউক্রেন সংকটে দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশটির ‘অবস্থানের’ প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেন, ইউক্রেন পরিস্থিতির উৎপত্তি কোথায় তা ভালোভাবে বুঝতে পারার জন্য আমরা আমাদের ব্রাজিলীয় বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা এর নিষ্পত্তির উপায় খুঁজে বের করতে সহযোগিতা করছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ।

ল্যাভরভের পাশে এ সময় ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েইরা বসেছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ইউক্রেনে আগ্রাসনের কারণে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন, ব্রাজিলের অবস্থান যুদ্ধবিরতির পক্ষে।

ল্যাভরভ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন নিয়ে তার সাম্প্রতিক মন্তব্যে অনেকেরই পছন্দ হয়নি। সম্প্রতি তিনি চীন থেকে ফেরার পথে আরব আমিরাত সফরে যান এবং সেখানে বলেন, কিইভকেও এই যুদ্ধের দায় নিতে হবে।

যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার জারির মার্কিন আহ্বানে ব্রাজিল সায় দেয়নি এবং ইউক্রেনকে অস্ত্র সহায়তাও দেয়নি।

এর আগে শনিবার বেইজিংয়ে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকে উৎসাহিত করা বন্ধ করতে হবে এবং শান্তির বিষয়ে কথা বলা শুরু করতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নকে শান্তির বিষয়ে কথা বলা শুরু করতে হবে।

এ মাসের শুরুতে তিনি এও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে যুদ্ধ শেষ করতে ইউক্রেন ক্রিমিয়া ছেড়ে দিতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই তার এই মন্তব্যগুলো ভালো চোখে দেখছেনা যুক্তরাষ্ট্র। ল্যাভরভ ও ভিয়েরার বৈঠকের পর মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মুখপাত্র জন কিরবি বলেন, আসল সত্য কী তা না দেখে রাশিয়া ও চীনের প্রপাগাণ্ডায় সুর মিলিয়েছে ব্রাজিল। তিনি বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রিমিয়ার অধিকার ছেড়ে দেবার বিষয়ে দেশটির সবশেষ মন্তব্য একেবারে বিভ্রান্তিকর, বিশেষ করে যে দেশটি সার্বভোমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় (জাতিসংঘে) ভোট দিয়েছে। ব্রাজিল অবশ্য মার্কিন বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে। কিরবির মন্তব্যের বিপরীতে ব্রাজিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিয়েরা বলেন, আমি জানি না কেমন করে তিনি এমন উপসংহারে পৌঁছালেন, তবে এর সঙ্গে আমি একমত নই। এদিকে, আরেক সংবাদ সম্মেলনে ল্যাভরভ বলেন, বৈশ্বিক ইস্যুগুলোতে পশ্চিমারা কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হিমসিম খাচ্ছে।

আরাভ খান কোথায় পুলিশের অজানা, ইন্টারপোলও জানায়নি

ঢাকা ঃ দুবাইয়ে স্বর্ণের দোকান দিয়ে আলোচিত আরাভ খানকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোচনা থিতিয়ে এসেছে বলে পুলিশের তৎপরতাও যেন এখন কম। ইন্টারপোলের রেড নোটিসের পর তার অবস্থান এখন কোথায় তাও জানে না পুলিশ। অবশ্য ঢাকার আদালতে রবিউল ইসলাম ওরফে আরাভ খানের বিরুদ্ধে পুলিশ পরিদর্শক হত্যা মামলাসহ আরেকটি অস্ত্র মামলার বিচারকাজ চলছে। হত্যা মামলাটিতে এপর্যন্ত চার জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে। আগামী ২ মে এই মামলায় পরবর্তী সাক্ষ্য নেয়ার দিন ধার্য আছে। ২০১৮ সালের ৭ জুলাই রাজধানীর বনানীতে একটি বাড়িতে খুন হন পুলিশ বিশেষ শাখার (এসবি) পরিদর্শক মামুন ইমরান খান। তাকে জন্মদিনের নামে একটি পার্টিতে ডেকে হত্যা করা হয়। ১০ জুলাই গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার উলুখোলা এলাকায় রাস্তার পাশে একটি জঙ্গল থেকে মামুনের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করা হয়। পরিচয় গোপন করার জন্য লাশে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে চেহারা বিকৃত করা হয়। লাশ উদ্ধারের পর তার ভাই জাহাঙ্গীর খান বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন। ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক শেখ মাহবুবুর রহমান আসামি রবিউল ইসলাম ওরফে আরাভ খানসহ আটজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ফয়সল আতিক বিন কাদেরের আদালতে নিহত পুলিশ পরিদর্শক মামুনের বোন রওশন আক্তার, দুলাভাই মোশারফ হোসেন খান, বাসার কেয়ারটেকার মিরাজুল ইসলাম ও সিকিউরিটি গার্ড মানিক সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই মামলায় সাক্ষী মোট ৩৮ জন। মামলার আট অভিযুক্তের মধ্যে আরাভ খান ও তার স্ত্রী সুমাইয়া আক্তার পলাতক আছেন। রহমত উল্লাহ, স্বপন সরকার, মিজান শেখ, আতিক হাসান, সারোয়ার হাসান ও দিদার পাঠান এই ছয়জন কারাগারে আটক আছেন। এই মামলার অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুই জন আসামি আছেন। তারা হলেন মেহেরুন্নেসা স্বর্ণা ও মোছা. ফারিয়া বিনতে মিম। তাদের নামে আলাদা চার্জশিট হয়। শিশু আদালতে তাদের বিচার চলছে। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. আবদুস সাত্তার দুলাল বলেন, সাক্ষ্য গ্রহণ মাত্র শুরু হয়েছে। বিচারে সময় লাগবে। আরাভ খানকে পলাতক দেখিয়ে বিচারকাজ শুরু হয়েছে। আদালত তার বিরুদ্ধে আগেই ওয়ারেন্ট জারি করেছে। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন,আদালতের কাজ হচ্ছে বিচার করা। আদালতে সাক্ষী হাজির করা আসামি ধরা পুলিশের কাজ। শুনেছি পুলিশ ইন্টারপোলের মাধ্যমে আরাভ খানকে দেশের বাইরে থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। আরাভ খান পলাতক থাকলেও তার পক্ষে আদালত নিয়েজিত একজন আইনজীবী আছেন। আরাভ খানের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলাটি দায়ের হয় ২০১৫ সালের ২৮ জানুয়ারি। অভিযোগ, ওই দিন আরাভ খান তার শ্বশুর সেকেন্দার আলীর মগবাজারের বাসায় যান ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে। তখন তিনি একটি গুলি ভর্তি রিভলবারসহ শ্বশুরের বাসার সামনে থেকে আটক হন। এই ঘটনায় আরাভের বিরুদ্ধে রমনা থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করেন ডিবির তৎকালীন এসআই সুজন কুমার কুণ্ডু। ২০১৫ সালের ১ মার্চ আরাভের বিরুদ্ধে আদালতে জার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির এসআই শেখ হাসান মুহাম্মদ মোস্তফা সারোয়ার। ওই বছরের ১০ মে আদালত আরাভ খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। এ মামলায় ২০১৮ সালের ১৪ মার্চ জামিন পান আরাভ খান। জামিনে গিয়ে পলাতক থাকায় ২০১৮ সালের ২৪ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মুর্শিদ আহাম্মদের আদালতে এই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। মোট ২০ জন সাক্ষীর মধ্যে ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। আগামী ৭ মে মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়েছে। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সহকারি পিপি এ কে এম সালাউদ্দিন জানান,এই মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। ২০ জনের মধ্যে ১০ জন মূল সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন। আদালত এখন যুক্তিতর্ক শুনবেন। আশা করি অল্প সময়ের মধ্যেই মামলার রায় হবে। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, মামলাটির বিচার কাজ স্বাভাবিক গতিতেই হয়েছে। আগে ঝুলে ছিলো, আরাভ আলোচনায় আসার পর গতি বেড়েছে তেমন নয়। গত ২৪ মার্চ ইন্টারপোল আরাভ খানের বিরুদ্ধে রেড নোটিস জারি করে। বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের অনুরোধে ওই রেড নোটিস জারি করা হয়। নোটিসে আরাভ খানের নাম শুধু রবিউল ইসলাম লেখা আছে। আর গ্রামের বাড়ি লেখা আছে বাগেরহাট। কিন্তু তার বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার আশুতিয়া গ্রামে। তবে সে ছোটবেলায় বাগেরহাটের চিতলমারীতে থাকত। পুলিশ সদর দপ্তরের ইঃটারপোল ডেস্কের কাছে আরাভ খানের সর্বশেষ তথ্য জানতে চাইলে তারা কোনো তথ্য দিতে রাজি হয়নি। তবে পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি মিডিয়া মনজুর রহমান জানান, ইন্টারপোল রেড নোটিস জারি করেছে ওই পর্যন্তই। আর কোনো তথ্য আমাদের জানায়নি। সে এখন কোথায় আছে বা তার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। ডিবির প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশীদ বলেন,আরাভ খানের বিষয়টি এখন পুলিশ সদর দপ্তর দেখছে। আমাদের কাছে এখন আর কোনো তথ্য নাই। আদালতে বিচারাধীন দুইটি মামলার বাইরে আর কোনো মামলা আরভের বিরুদ্ধে আছে কী না, তাদের তদন্তে কী পাওয়া গেছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের জানা নেই। নতুন কোনো তথ্য পেলে জানাব। গত মাসে জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান দুবাইয়ে আরাভ খানের একটি স্বর্ণের দোকান উদ্বোধন করতে গেলে আলোচনায় আসেন আরাভ খান। পুলিশই তখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার অপরাধের ব্যাপারে তথ্য দেয়। আরাভ খানের সঙ্গে কিছু সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তার নামও আলোচনায় আসে। প্রশ্ন ওঠে তার সম্পদ এবং দেশ থেকে পালানোর প্রক্রিয়া নিয়ে।

ঈদে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে ১১ দিন আমদানিরপ্তানি বন্ধ

ঢাকা ঃ পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মঙ্গলবার থেকে টানা ১১ দিন বন্ধ থাকবে পঞ্চগড়ের চতুর্দশীয় (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান) স্থলবন্দরের আমদানিরপ্তানি কার্যক্রম। মঙ্গলবার সকালে এই তথ্য জানায় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর আমদানিরপ্তানিকারক গ্রুপ। বাংলাবান্ধা সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাবান্ধা আমদানি রপ্তানিকারক গ্রুপের সিদ্ধান্ত মতে ঈদ উদযাপনে মঙ্গলবার সকাল থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত স্থলবন্দরের আমদানিরপ্তানি বন্ধ থাকবে। তবে স্থলবন্দর বন্ধ থাকাকালে বাংলাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে যাতায়াতে কোনও প্রভাব পড়বে না। ২৯ এপ্রিল শনিবার থেকে তেঁতুলিয়ার বাংলাবান্ধা ও ভারতের ফুলবাড়ি স্থলবন্দর দিয়ে আবারও পণ্য আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হবে। সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম সাক্ষরিত এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা হয়।

সম্পাদকীয়

তীব্র গরম আর লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন, সংকট কাটবে কবে?

বতীব্র তাপদাহের মধ্যেও সারা দেশে দীর্ঘসময় জুড়ে লোডশেডিং করা হচ্ছে। ফলে অনেক এলাকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। একদিনে যেমন গরমের কারণে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় ঘরে থাকা যাচ্ছে না, তেমনি ফসলের ক্ষেতে ঠিকমতো সেচ দিতে পারছেন না কৃষকরা। সরকারি হিসাবে বর্তমানে দেশে চাহিদার তুলনায় দেড় হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুতের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। যদিও বাস্তবে এই ঘাটতি আরও বেশি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজধানীতে তুলনামূলকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বেশি থাকলেও এখানেও লোডশেডিং হচ্ছে। কিন্তু জেলা এবং গ্রামীণ এলাকাগুলোয় দিনের বড় একটা সময় বিদ্যুৎ থাকছে না। ফলে তীব্র গরমের মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে জনজীবন। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে লোডশেডিং হচ্ছে। রোদে মাটি ফেটে যাচ্ছে, ক্ষেতে ঠিক মতো জল দিতে পারছি না। অনেকের ধান, পাট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' 'প্রতিদিন পাঁচ ছয় ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ থাকে না। বাচ্চারা পড়াশুনা করতে পারে না, গভীর রাতে বিদ্যুৎ চলে যায়, গরমে ঘরে কেউ ঘুমাতে পারে না।' সন্ধ্যায় সবচেয়ে পিক সময়েই উৎপাদন পর্যায়েই ঘাটতি ছিল ১৩০০ মেগাওয়াট। বিতরণ পর্যায়ে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বাস্তবে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশি হবে। গরমের কারণে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের বিক্রি ও ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে, যার চাপ পড়ছে বিদ্যুতের ওপর। ফলে সারা দেশ জুড়ে লোডশেডিংয়ের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাগুলোয় বহুক্ষণ বিদ্যুৎ থাকছে না। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, গত আটই এপ্রিল পর্যন্ত বিদ্যুতের ঘাটতি ছিল প্রায় তিনশো মেগাওয়াট। পরদিন থেকে গরম বাড়ার সাথে সাথে দেশে বিদ্যুতের ঘাটতিও বাড়তে শুরু করে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কারিগরি জটিলতায় কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া। কারিগরি ত্রুটির কারণে তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে এই তিনটি কেন্দ্র থেকে গ্রিডে এক হাজার ৪৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ নিয়ে আমরা অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে ধারা, সেখানে খুব বেশি উন্নতি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। লোডশেডিং থেকে বের হতে পারছি না।' তিনি মনে করেন, আগের কবছরের তুলনায় এবছরে তীব্র তাপদাহ তৈরি হওয়ায় বিদ্যুতের চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের ঘাটতি তৈরি হয়েছে, সেটা লোডশেডিংয়ের একটা বড় কারণ। 'কিন্তু আমরা যেটা আশা করেছিলাম, বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো, এই গ্রীষ্মে আমাদের সংকট মেটাবে। কিন্তু সেটা তো দেখা যাচ্ছে না। এই দুটো মিলিয়ে আমার মনে হয় বর্তমান সমস্যাটা বড় হয়ে উঠেছে,'' বলছেন ড. বদরুল ইমাম। গ্রীষ্ম তীব্র চাহিদা সামলাতে কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা নিলেও, সেটার বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিশেষজ্ঞরা। বহুবছর পর গত বছর রেশনিং ভিত্তিতে লোডশেডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সেই সময় বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে সরকার ডিজেলের ওপর চাপ কমানোর চেষ্টা করলেও তা খুব বেশি কমেনি। কারণ লোডশেডিংয়ের কারণে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জেনারেটরে ডিজেল ব্যবহার করতে শুরু করেন। বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন, এই বছরেও সরকারকে সেই নীতিরই অনুসরণ করতে হতে পারে। সেটা হলে বড় ধরনের লোডশেডিংয়ের মুখোমুখি হবে। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম কেন্দ্র রয়েছে ১৫৪টি। যার মধ্যে বেশিরভাগই ভাড়ায় চালিত ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চালু হলেও সেখানেও কাঁচামাল সরবরাহ নিয়ে জটিলতা রয়েছে। তবে এ বছর ফেব্রুয়ারিতে একটি সাক্ষাৎকারে মহাপরিচালক বলেছিলেন, গরমের সময় কী পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, কোন সোর্স থেকে কতটা আসবে, সেটার একটা পরিকল্পনা তারা তৈরি করেছেন। গ্রীষ্ম, রমজান এবং সেচের চাহিদা হিসাব করে ধরে কর্মকর্তারা ধারণা করেছেন, গরমে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা হতে পারে ১৬ হাজার মেগাওয়াট। 'এই গরমের সময় আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পারবো বলেই আশা করছি,' বলেছিলেন মোহাম্মদ হোসাইন।

ভারত কি সমলিঙ্গের বিয়েকে বৈধতা দিতে প্রস্তুত?

গীতা পাণ্ডে
প্রাবন্ধিক

সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যে বিয়ের বৈধতা চেয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে যে আবেদন জানানো হয়েছে, আদালতে মঙ্গলবার তার চূড়ান্ত শুনানি শুরু হবে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, জনস্বার্থে এই শুনানি লাইভস্ট্রিমে দেখানো হবে। ভারতের সমলিঙ্গের দম্পতি এবং এলজিবিটিকিউ কর্মীরা আশা করছেন আদালতের রায় তাদের পক্ষে যাবে। অন্যদিকে ভারতের সরকার এবং ধর্মীয় নেতারা সমলিঙ্গের বিয়ের তীব্র বিরোধিতা করছেন। কাজেই আদালতে এ নিয়ে বিতর্ক বেশ প্রাণবন্ত হবে বলেই মনে হচ্ছে।

যারা সুপ্রিম কোর্টের এই শুনানি বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, তাদের মধ্যে আছেন সমলিঙ্গের দম্পতি ড. কবিতা অরোরা এবং অংকিতা খান্না। তারা বহু বছর ধরে অপেক্ষায় আছেন, কবে তারা বিয়ে করতে পারবেন।

কবিতা এবং অরোরা প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়েছেন, ব্যাপারটা এমন নয়। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের ১৭ বছর পর এবং এক দশক ধরে একসাথে থাকার পরও তারা বিয়ে করতে পারছেন না, যেটা কিনা বেশিরভাগ দম্পতিই চান। সুপ্রিম কোর্টে যে প্রায় দেড় ডজন দম্পতি সমলিঙ্গের বিয়ের বৈধতা চেয়ে আবেদন করেছেন, এই দম্পতিও আছেন তাদের মধ্যে। আবেদনকারীদের মধ্যে অন্তত তিন দম্পতি আছেন, যারা একসঙ্গে তাদের সন্তানদেরও বড় করছেন।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই মামলার শুনানির জন্য পাঁচ সদস্যের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করেছেন। আইনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্যই সাধারণত এরকম বেঞ্চ গঠন করা হয়।

ভারতে লাখ লাখ এলজিবিটিকিউ মানুষ আছেন, কাজেই এই বিতর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকার ২০১২ সালে জানিয়েছিল, দেশটিতে এরকম মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে অনুমান করা হয়, ভারতের মোট জনসংখ্যার অন্তত দশ শতাংশ, বা সাড়ে তের কোটি মানুষ হয়তো এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়বে।

বিগত বছরগুলোতে ভারতে সমকামিতা আগের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টার ২০২০ সালে এক সমীক্ষায় দেখতে পায় ভারতের ৩৭ শতাংশ মানুষ মনে করে সমকামিতা মেনে নেয়ে উচিৎ। এর আগে ২০১৪ সালে যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, তাতে মাত্র ১৫ শতাংশ এরকম মত দিয়েছিল। অর্থাৎ ছয় বছরের মধ্যে সমকামিতার পক্ষে মতামত ২২ শতাংশ বেড়েছে। ভারতে ২০১৪ সালে প্রথম কোন জরিপে সমকামিতার ব্যাপারে এরকম প্রশ্ন করা হয়েছিল।

কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতে যৌনতা এবং যৌন পরিচয় নিয়ে রক্ষণশীলতা এখনো বেশ প্রবল। বেশিরভাগ এলজিবিটিকিউ মানুষ তাদের যৌন পরিচয় বা যৌন প্রবণতা খোলাখুলি প্রকাশ করতে ভয় পান। এমনকি নিজের পরিবার বা বন্ধুবান্ধবের কাছেও। ভারতে একই লিঙ্গের দম্পতিদের ওপর হামলার ঘটনা প্রায়শই সংবাদশিরোনাম হয়। কাজেই সামনের দিনগুলোতে সর্বোচ্চ আদালত কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার দিকে বিরাট মনোযোগ রয়েছে অনেকের। যদি আদালতের সিদ্ধান্ত সমলিঙ্গের বিয়ের পক্ষে যায়, তাহলে ভারত হবে বিশ্বে এ ধরণের ৩৫তম দেশ। এটি ভারতের বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। আদালত এরকম সিদ্ধান্ত দিলে ভারতে সন্তান দত্তক নেয়া, বিয়েবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার বা এরকম আরও অনেক বিষয়ের আইনে তখন পরিবর্তন আনতে হবে।

অংকিতা এবং কবিতা বলছেন, তারা আশা করছেন এরকমটাই ঘটবে, কারণ এর ফলে তারা দুজন বিয়ে করতে পারবেন।

অংকিতা একজন থেরাপিস্ট, আর কবিতা একজন মনোচিকিৎসক। তারা দুজনে মিলে একটি ক্লিনিক চালান, যেখানে তারা মূলত শিশু এবং তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কাজ করেন।

অংকিতা এবং কবিতা ২০২০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বিয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন। আমরা আমাদের সম্পর্কের এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে আমরা বিয়ে নিয়ে ভাবছি। আর আমরা সিস্টেমের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, যতবারই আমরা কিছু করতে যাই, এই সমস্যায় পড়ি। যেমন একটা জয়েন্ট ব্যাংক একাউন্ট খোলা, একটি স্বাস্থ্য বীমা করা, একটা বাড়ি কেনা কিংবা একটা উইল লেখা। একটা ঘটনা তাদেরকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। অংকিতার মায়ের একটি জরুরী অপারেশন করা দরকার ছিল, কিন্তু কবিতা যখন তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন, তখন তাকে বলা হলো এই অপারেশনের সম্মতিপত্রে তিনি সই করতে পারবেন না, কারণ আমি বলতে পারছিলাম না যে আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা কী, তিনি কি আমার মা নাকি আমার শাশুড়ি।

তবে ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর যখন তারা নিজেদের এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে গেলেন তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে, তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো।

এই দম্পতি এরপর দিল্লি হাইকোর্টে গেলেন এবং সমলিঙ্গের বিয়ের আইনগত বৈধতা চেয়ে আবেদন করলেন। তারা তাদের বিয়ে নিবন্ধনের আদেশ দেয়ার জন্যও আদালতে প্রার্থনা জানালেন।

ভারতের বিভিন্ন এলাকার হাইকোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে এরকম আরও কয়েকটি আবেদন করা হয়েছিল। এরপর গত জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট এসব মামলা একসঙ্গে শুনানির সিদ্ধান্ত নেয়, আদালত বলে, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু।

অংকিতা এবং কবিতা তাদের সিনিয়র আইনজীবী মেনাকা গুরুসোয়ামী এবং অরুন্ধতী কাটজুর মাধ্যমে যে আবেদন করেছিলেন, সেখানে তারা বলেছিলেন, আমরা আমাদের মতো করে যেন থাকতে পারি, আমরা সেটা চাইছি না, আমরা চাইছি আমাদের সমান মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হোক।

তাদের আবেদনে বলা হয়েছিল, ভারতীয় সংবিধান সব নাগরিককেই তাদের পছন্দের কাউকে বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে, কার যৌন পরিচয় কী, সেটির ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। কাজেই আবেদনকারীদের আর্জি অনুমোদন করা হোক, কারণ সাংবিধানিক নৈতিকতার স্থান সামাজিক নৈতিকতার উপরে।

আমি খুবই আশাবাদী এবং বিচার বিভাগের ওপর আমার আস্থা আছে, বিবিসিকে বলছিলেন মিজ গুরুসোয়ামী, যিনি আদালতে ছয়টি সমলিঙ্গের বিয়ের মামলায় আইনজীবী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

এর আগে ২০১৮ সালে ভারতের আদালত 'সমকামী যৌন সম্পর্ক' আর অপরাধ বলে গণ্য হবে না বলে যে রায় দিয়েছিল, সেটি মিজ গুরুসোয়ামীকে বেশ আশাবাদী করে তুলেছে। যেটা আমাকে সবচেয়ে আলোড়িত করেছে তা হলো, আদালত মানুষের জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের অধিকারের ওপর জোর দিয়েছে, সেটাই আমাকে বেশি আশাবাদী করেছে, বলছিলেন তিনি।

ঔপনিবেশিক আমলের এ সংক্রান্ত আইন বাতিলের সময় আদালত বলেছিল, এলজিবিটি মানুষদের সঙ্গে সমাজ যে বর্বরতা এবং অসম্মান দেখিয়েছে, সেজন্যে তাদের কাছে ইতিহাসের অনেক ক্ষমা চাওয়ার দায় আছে।

কিন্তু সমলিঙ্গের বিয়ের বিরুদ্ধে সরকার এবং ধর্মীয় নেতারা যেরকম জোরালো বিরোধিতার অবস্থান নিয়েছেন, মিজ গুরুসোয়ামীকে বেশ শক্ত লড়াই চালাতে হবে।

ভারত সরকার এরই মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এই আবেদন নাকচ করে দেয়ার জন্য । সরকার বলেছে, কেবলমাত্র দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষ, একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যেই বিয়ে হতে পারে।

আদালতে ভারতের আইন মন্ত্রণালয় তাদের আবেদনে বলেছিল, সমলিঙ্গের মানুষদের জীবনসঙ্গী হিসেবে একসাথে বসবাস করা এবং তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক... এসব ভারতে পরিবারের যে ধারণা, একজন স্বামী, একজন স্ত্রী, সন্তান.. এসবের সঙ্গে খাপ খায় না।

আবেদনে আরও বলা হয়েছিল, একটি দেশের পুরো আইন প্রণয়ন নীতি বদলানোর জন্য আদালতকে বলা যায় না, এটি নিয়ে তর্কবিতর্কের এখতিয়ার পার্লামেন্টের হাতেই ছেড়ে দেয়া উচিৎ।

সমলিঙ্গের বিয়ের বিরোধিতার ব্যাপারে ভারতে সব ধর্মের নেতাদের মধ্যে এক বিরল ঐক্য দেখা গেল হিন্দু, মুসলিম, জৈন, শিখ এবং খ্রিস্টান সব ধর্মের নেতারাই সমলিঙ্গের মানুষদের মধ্যে বিয়ের বিরোধিতা করলেন। তারা বললেন, বিয়ের উদ্দেশ্যে প্রজননের মাধ্যমে বংশধারা অক্ষুন্ন রাখা , বিয়ে বিনোদনের জন্য নয়।

এবং গত মাসে হাইকোর্টের ২১ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকও এই ইস্যুতে জড়ালেন। তারা এক খোলা চিঠিতে লিখলেন, সমলিঙ্গের বিয়ের জন্য যদি আইন করা হয়, পরিবার, সমাজ এবং শিশুদের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। এই বিচারকরা আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সমলিঙ্গের মানুষের বিয়েকে বৈধতা দিলে ভারতে এইচআইভিএইডস বেড়ে যাবে। তারা আরও বলেছিলেন, এধরণের দম্পতিরা যেসব ছেলেমেয়েকে বড় করবে, তাদের মানসিক বিকাশেও সমস্যা তৈরি হবে।

কিন্তু গত সপ্তাহে ভারতের সাইক্রিয়াটিক সোসাইটি আবেদনকারীদের পক্ষে এক বিবৃতি দেয়, যেটি তাদের খুব আশাবাদী করে তুলেছে। এই বিবৃতিতে সাত হাজার ভারতীয় মনোচিকিৎসকের সংগঠন ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াটিক সোসাইটি বলেছে, সমকামিতা কোন অসুখ নয়। তারা আরও বলেছে, এলজিবিটিকিউ মানুষদের সঙ্গে যদি বৈষম্য করা হয়, সেটাই বরং তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যা তৈরি করবে।

আমি অংকিতা এবং কবিতার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আদালতে কী ঘটবে বলে তাদের ধারণা?

আমরা জানি যে আমাদের সংবিধান এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে সবাইকে সমতা দেয়া হয়েছে, বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কাজেই সংবিধান এবং বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের অগাধ আস্থা আছে, বললেন অংকিতা।

তার কথার সঙ্গে কবিতা যোগ করলেন, আমরা জানি অনেক বিরোধিতা হবে, আমরা জানি, এই কাজ সহজ হবে না। কিন্তু তারপরও আমরা এই পথ বেছে নিয়েছি, আমরা এই যাত্রা শুরু করেছি। দেখা যাক এটি আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।

সাময়িকী

সুদানে হঠাৎ কারই কেন লড়াই শুরু হলো

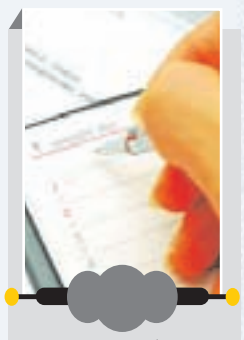

শুভম বোস
কলামিস্ট

সুদানের রাজধানী খার্তুমসহ দেশটির অন্যত্র বড় ধরনের যে লড়াই শুরু হয়েছে তা দেশটির সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে শুরু হওয়া দ্বন্দ্বেরই সরাসরি ফল। রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈন্য এবং আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের সদস্যদের মধ্যে এই সংঘর্ষ চলছে। উভয়পক্ষই বিভিন্ন স্থানের দখল নিয়ে সেগুলোতে অবস্থান করছে। সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে শীর্ষ দুই জেনারেল এবং সবশেষ এই সংঘর্ষের জন্য তাদের নেতৃত্বাধীন দুটো বাহিনী পরস্পরকে দায়ী করছে। সংঘর্ষে ইতোমধ্যে বহু বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সেনাবাহিনী ও আরএসএফ বাহিনীর মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়ার এই সংঘর্ষের কারণে রাজধানী খার্তুমসহ সারা দেশের মানুষের মধ্যে আবারও বড় ধরনের অনিশ্চয়তায় পতিত হওয়ার আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

সুদানে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে জেনারেলদের একটি কাউন্সিল দেশটি পরিচালনা করছে। কিন্তু পরে বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মধ্যে তৈরি হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। মূলত কাউন্সিলের শীর্ষ দুই সামরিক নেতাকে ঘিরেই এই বিরোধ। এরা হলেন জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আলবুরহান এবং জেনারেল মোহামেদ হামদান দাগালো। জেনারেল আলবুরহান সুদানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এবং সে কারণে তিনিই দেশটির প্রেসিডেন্ট। অন্যদিকে দেশটির উপনেতা জেনারেল মোহামেদ হামদান দাগালো কুখ্যাত আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফের কমান্ডার। তিনি হেমেডটি নামেই বেশি পরিচিত। অল্প কিছুদিন আগেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আলবশিরকে ২০১৯ সালে ক্ষমতা থেকে সরাতে তারা দুজন একসাথে কাজ করেছেন। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু এক পর্যায়ে আগামীতে দেশটি কিভাবে পরিচালিত হবে তা নিয়েই এই দুই নেতার মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। বিশেষ করে সুদানের ভবিষ্যৎ এবং দেশটির বেসামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবনা নিয়ে তারা ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন। জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আলবুরহান সুদানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এবং সে কারণে তিনিই দেশটির প্রেসিডেন্ট। এর আগে দেশটিতে বেসামরিক সরকার পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন গ্রুপ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে আলাপআলোচনা চলছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই সংলাপও ব্যর্থ হয়। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এছাড়াও এই দুই জেনারেলের মধ্যে যে বিষয়টি বিরোধের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে তা হচ্ছে এক লাখ সদস্যের র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা এবং তার পরে নতুন এই বাহিনীর নেতৃত্বে কে থাকবে সে বিষয়টি। সামরিক বাহিনীতে আরএসএফের একীভূত করার আলোচনায় মতবিরোধের জের ধরেই উত্তেজনা তৈরি হয়। এই আলোচনায় মূল প্রশ্ন ছিল ঃ নতুন বাহিনীতে কে কার অধীনে কাজ করবেন?

এর আগে বেশ কিছু সময় ধরেই উত্তেজনা চলছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরএসএফ বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি সুদানি সেনাবাহিনী। তারা এটিকে তাদের জন্য হুমকি হিসেবে মনে করে। উত্তেজনা নিরসনে কিছু আলাপ আলোচনাও শুরু হয়েছিল। আশা করা হচ্ছিল যে সংলাপের মধ্য দিয়ে এই উত্তেজনা প্রশমিত হবে এবং বিরোধের অবসান ঘটবে। কিন্তু আলোচনায় কোনো সমাধান আসেনি। তার জের ধরেই শনিবার সকালে লড়াই শুরু হয়। তবে কোন পক্ষ প্রথম আক্রমণ করেছে তা স্পষ্ট নয়। আরএসএফ বাহিনীর প্রধান জেনারেল দাগালো বলেছেন, তার সৈন্যরা সব সেনা ঘাঁটি দখল না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে। অন্যদিকে, আরএসএফকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আপসআলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে সুদানের সশস্ত্র বাহিনী। তারা এই সংঘর্ষকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হিসেবে বিবেচনা করছে।

জানা অজানা

হরিনাম সংকীর্তন ঝাড়খণ্ডের এক মহান ধার্মিক সংস্কৃতি ও পরম্পরা

সুনীল কুমার দে

হরিনাম সংকীর্তন ঝাড়খণ্ডের শুধু মাত্র একটি হিন্দুদের ধার্মিক অনুষ্ঠান মাত্র নয়,ঝাড়খণ্ডের এক মহান ধার্মিক সংস্কৃতি ও পরম্পরা ও বলা চলে।এই হরিনাম সংকীর্তন মাঘ, ফাল্গুন,চৈত্র, বৈশাখ এই কয় মাস ধরে ঝাড়খণ্ডের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই হয়ে থাকে।এই হরিনাম সংকীর্তন অখণ্ড ভাবে অহরাত্রি,অষ্টম প্রহর,ষোলো প্রহর,চব্বিশ প্রহর,পঞ্চম রাত্রি, নবরাত্রি,চোদ্দ মাদল, দোল মাদল এইভাবে হয়ে থাকে।হরে কৃষ্ণ নাম বা মহামন্ত্র নাম কিংবা রাধা নাম হরিনাম সংকীর্তনে অখণ্ড ভাবে ঘুরে ঘুরে হরি মন্দিরে কিংবা আট চাল করে করা হয়ে থাকে।বর্তমান যুগে প্যান্ডেল করেও হরিনাম সংকীর্তন করা হয়।মণ্ডপে বা মন্দিরে রাধা কৃষ্ণ ও গৌর নিতাই এর ফটো রাখা হয় কিংবা মূর্তি রাখা হয়।আগের দিন হরিনাম সংকীর্তনের অধিবাস করা হয়।তারপরের দিনে সকালে নাম আরম্ভ করা হয় আবার শেষের দিনে ঠিক একই সময়ে নাম ভঙ্গ করা হয়।তারপর ধুলট হয়।ধুলটের পরে ১০৮ মহাপ্রভুর মালসা ভোগ দেওয়া হয় ও আরতি করা হয়।এইভাবে হরিনাম সংকীর্তন শেষ হয়।এই হরিনাম শ্রবন করার জন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রচুর ভক্ত ও আত্মীয় স্বজন আসেন ও আনন্দ উপভোগ করেন।যেন আনন্দের হাট বসে।এই উপলক্ষে কোনো কোনো গ্রামে মেলা ও বসে থাকে। এই হরিনাম সংকীর্তন চৈতন্য মহাপ্রভু ভারত বর্ষে প্রচার করেছিলেন।আজ থেকে ৫৩৭ বছর আগে পশ্চিম বাংলার নবদ্বীপ গ্রামে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন জগন্নাথ মিশ্র ও সচী মাতার ঘরে।হরিনাম প্রচার করার জন্য তিনি মাত্র ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।কেশব ভারতী তাকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন।তার সন্ন্যাসী নাম হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।তিনি তার গর্ভধারিনি মা সচী দেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া কে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে ছিলেন লোক কল্যাণ ও হরিনাম বিতরণ করার জন্য।তিনি বাংলা,বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে হরিনামের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন।তিনি আ চান্দালে এমন কি হিন্দু মুসলিম,পাপী, ধার্মিক সবাই কে হরিনাম দিয়েছিলেন।তাকে ভক্তি আঃেদালনের জনক বলা হয়।সে সময় ঝাড়খন্ড রাজ্য ছিলো না,বিহার ছিলো কিন্তু শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে ঝাড়িখণ্ডের উল্লেখ আছে।মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ডের জঙ্গল দিয়ে পুরিধামে গেছিলেন।ঝাড়িখন্ড থেকেই পরবর্তী কালে ঝাড়খন্ড নাম হয়েছে।ঝাড়খণ্ডের গ্রামে গ্রামে হরিনাম করতে করতে মহাপ্রভু গেছিলেন বলে আমাদের ঝাড়খণ্ডে হরিনাম সংকীর্তনের প্রভাব এত বেশি যা আজ ঝাড়খণ্ডের মহান ধার্মিক অনুষ্ঠান ই নয় হরিনাম সংকীর্তন এক মহান ধার্মিক পরম্পরা ও সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাহিত্যিক সুনীল কুমার দে সঙ্গম সাহিত্য সেবা সম্মান, ২০২৩ এর জন্য সম্মানিত, অভিনন্দন জানালেন গুণী জনেরা

ঝাড়খন্ডের প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক সুনীল কুমার দে কে রাজস্থানের সঙ্গম একাডেমি এবং ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে সঙ্গম সাহিত্য সেবা সাম্মান২০২৩ এর জন্য সম্মানিত করলেন।এই সম্মান সুনীল কুমার দে কে বিভিন্ন সংস্থাতে থেকে ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার প্রসার,উত্থান এবং বিশিষ্ঠ সাহিত্য সেবা করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

সুনীল কুমার দে কে এই সম্মান দেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সুনীল বাবুর শুভাকাক্ষী মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন ও গর্ব অনুভব করেছেন তাদের মধ্যে পূর্ব সিভিল সার্জেন ডাক্তার অরবিন্দ কুমার লাল,ডাক্তার টি বি দত্ত,ডাক্তার প্রবীর নন্দী,ডাক্তার রাজীব লোচন মাহাতো,ডাক্তার বিকাশ চন্দ্র ভকত, শিক্ষাবিদ চিত্রেশ্বর অগ্নি হন্ত্রী,অবসর প্রাপ্ত অফিসার তুষার কুমার দে,সমাজ সেবী গনেশ সরদার,সমাজ সেবী কৃষ্ণ গোপ,রামগড় আশ্রমের অধ্যক্ষ সুধাংশু মিশ্র,সমাজ সেবী সৌরভ চ্যাটার্জি,মৃনাল পাল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,রবি মাহাতো,প্রিন্সিপাল সেলিম আজাদ,প্রিন্সিপাল কমলেশ মিশ্র,শিক্ষিকা রেবা ম্যাডাম,লোকেশ মণ্ডল,লোকেশ ভকত,শিক্ষক ও কবি দুলাল চন্দ্র দাস,শুভঙ্কর রানা,শিক্ষক অনুপম ভকত,সুভাষ সিংহ রায়,রাজেশ রায়,দেবব্রত দে,দিলীপ মণ্ডল,সনত মণ্ডল,শিক্ষিকা বীথিকা মণ্ডল,জয়দেব দাস,শিল্পী সুবোধ গড়াই,পঞ্চানন দাস,দীপক সাহু,সমাজসেবী নব রঞ্জন দাস,অজিত কুম্ভকার,ভক্ত শিল্পী কমল কান্তি ঘোষ,পূজা মাহাতো,রঞ্জনা সাহু,সঞ্জয় মুদি,সঞ্জয় সাহু,বীরেন মণ্ডল, শিক্ষা বিদ ভবতরণ মণ্ডল,কবি ও শিল্পী বাণী প্রসাদ মুখার্জি,আদিত্য চ্যাটার্জি,সমাজ সেবী এস কে সিং,যোগেন্দ্র প্রসাদ,অরুন কুমার দে,বিভীষণ সিং,কেকা সরকার,পিন্টু শীল,দীনেশ সরদার ভক্ত অমিতাভ ধর,ডি এন মিশ্র,মাতাজী আশ্রমের সেক্রেটারি রাজকুমার সাহু,অধ্যক্ষ কৃষ্ণ পদ মণ্ডল ও আশ্রমের ভক্তমণ্ডলী, স্থানীয় পত্রকার গন প্রমুখ।কবি ও লেখক সুনীল কুমার দে এই অভিনন্দন দেওয়ার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ও ধন্যবাদ দিয়েছেন।

পাঠকের চিঠি

ধূমপানে টেনশন কমে না

মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতিকে কী লিখেছেন নিহত আতিক

প্রয়াগরাজ ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশে পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত সাবেক সংসদ সদস্য আতিক আহমেদ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি লিখেছেন। কোনো কারণে তাঁর মৃত্যু হলে ওই চিঠি যেন তাঁদের কাছে পৌঁছানো হয়, সেই নির্দেশনা ছিল। আতিকের আইনজীবী আজ মঙ্গলবার বলেন, সিল করা ওই চিঠি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। আইনজীবী বিজয় মিশ্র বলেন, 'বন্ধ খামে রাখা ওই চিঠি আমার কাছে নেই, আমি নিজে মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠাচ্ছি না। এই চিঠি অন্য কোথাও রাখা হয়েছে এবং অন্য ব্যক্তি ওই চিঠি পাঠাচ্ছেন। ওই চিঠিতে কী লেখা আছে, আমি জানি না।'

গত শনিবারে রাতে আতিক ও তাঁর ভাই আশরাফকে পুলিশি হেফাজতে থাকা অবস্থায় তিন ব্যক্তি খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করেন। এ সময় তাঁরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁদের উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। মিশ্র বার্তা সংস্থা পিটিআইকে বলেন, আতিক আহমেদ বলেছেন, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বা তিনি খুন হন, তাহলে বন্ধ খামের এই চিঠি যেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ ও সাংবাদিকবেষ্টিত ক্যামেরার সামনে যখন তিন সন্ত্রাসী আতিক ও তাঁর ভাইকে গুলি করে হত্যা করে, তখন তাঁরা হাতকড়া পরা ছিলেন। ভয়াবহ এই ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়। গুলিতে দুই ভাই খুনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পুলিশের 'এনকাউন্টারে' নিহত আতিকের ছেলে আসাদের দাফন সম্পন্ন হয়। চলতি বছরের শুরুর দিকে আইনজীবী উমেশ পাল ও তাঁর দুই পুলিশ রক্ষী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার আতিক ও তাঁর ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গুজরাট ও ব্যারেলি কারাগার থেকে প্রয়াগরাজ কারাগারে আনা হয়। আতিক তাঁর নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, উমেশ পাল হত্যার ঘটনায় তিনি ও তাঁর পরিবারকে ভুয়া মামলায় জড়ানো হয়েছে। উত্তর প্রদেশ পুলিশ 'এনকাউন্টার' সাজিয়ে তাঁকে হত্যা করতে পারে।

১৯৭৭ সালের অবৈধ কোর্ট মার্শাল ও অগ্নিসংযোগে জড়িতরা শাস্তি পাচ্ছে এবং পাবে ঃশেখ হাসিনা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যারা ১৯৭৭ সালে অবৈধ কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর শতাধিক সদস্য হত্যার সঙ্গে জড়িত, তারা তাদের অপরাধের শাস্তি পাচ্ছে। আর, ২০১৩-১৫ সালে বিএনপি ও জামায়াতের আন্দোলনের নামে অগ্নিসংযোগ ও সন্ত্রাসের অপরাধীদেরও শাস্তি দেয়া হচ্ছে। গণভবনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে, তৎকালীন সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে, ১৯৭৭ সালে অবৈধ কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বিএনপি-জামায়াত জোটের অগ্নিসংযোগের সন্ত্রাসের শিকার এবং স্বজনরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, যারা অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত তারা শাস্তি পেয়েছে, শাস্তি পাচ্ছে এবং শাস্তি পাবে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে তিনি এবং তার ছোট বোন নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল কারণ তিনি এবং তার ছোট বোন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক দিনে বাবা, মা, ভাই, ভাবী এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের হারিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও এর জনগণের জন্য আজীবন কষ্ট সহ্য করেছেন। আমার একমাত্র লক্ষ্য এই দেশের মানুষ যাতে ভালো থাকে তা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, দেশ যখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন মার্কেটে অগ্নিসংযোগ ও অগ্নিসন্ত্রাসের ঘটনায় নিরীহ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ছে। যারা এটা করছে, তারা পুরো জাতির সঙ্গে বৈরিতা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি সবসময় আপনার পাশে আছি, আমি আপনাদের কষ্ট বুঝতে পারি।

বিরলতম হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ আগামীকাল, হচ্ছে ১০০ বছর পরে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালেই সূর্যগ্রহণ। একশ বছর পর বিরলতম এই 'শঙ্কর' বা 'হাইব্রিড' সূর্যগ্রহণ শুরু হবে আগামীকাল ২০শে এপ্রিল সকাল ৭.০৪ মিনিটে এবং শেষ হবে দুপুর ১২.২৯ মিনিটে। এই 'শঙ্কর' সূর্যগ্রহণ চলবে মোট ৫ ঘণ্টা ২৪ মিনিট। কিন্তু ভারত থেকে এই গ্রহণ দেখা যাবে না। যদিও অ্যান্টার্কটিকা, থাইল্যান্ড, চীন, ব্রুনেই, সামোয়া,সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপিন্স, তাইওয়ান, পাপুয়া নিউ গিনি, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া থেকে সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান হবে।

১৮ মাস পর সূর্যগ্রহণ হয়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। চাঁদ যখন সম্পূর্ণরূপে সূর্যের মুখ ঢেকে ফেলে, ফলে সূর্যের বায়ুমণ্ডল বা করোনা দৃশ্যমান হয়, যা একটি বিরল দৃশ্য।সূর্য কখনও আংশিক গ্রহন, কখনও সম্পূর্ণ গ্রহন, কখনও কখনও বলয় বা 'আগুনের বলয়' দ্বারা গ্রহন হয়।

কেন একে 'শঙ্কর' বা 'হাইব্রিড' সূর্যগ্রহণ বলা হয়?এই হাইব্রিড সূর্যগ্রহণকে নিঙ্গালু ইকলিপ্স (Ningaloo Eclipse) নামেও অভিহিত করা হয়। নিঙ্গালু গ্রহণকে একটি হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ বলা হয় কারণ বিশ্বের কিছু অংশে, এটি একটি বৃত্তাকার গ্রহণ থেকে মোটে যাবে এবং একটি বৃত্তাকার গ্রহণে ফিরে যাওয়ার আগে। একটি বৃত্তাকার গ্রহণের সময়, চাঁদ সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দেয় না, পরিবর্তে, এটি সূর্যের উপর চাপানো একটি ছোট অন্ধকার চাকতি হিসাবে প্রদর্শিত হবে, যা আগুনের বলয় প্রভাব তৈরি করবে।

সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশ থেকে দেখা যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি অস্ট্রেলিয়ার নিঙ্গালু উপকূল থেকে নিঙ্গালু নামটি পেয়েছে। কিন্তু, সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণের কোনও অংশই ভারত থেকে দৃশ্যমান হবে না।

বাংলা বছরের শুরুতেই প্রথম সূর্যগ্রহণসূর্যগ্রহণ হবে মেষ রাশিতে। এই সূর্যগ্রহণ খুব বিশেষ হতে চলেছে। কারণ ১৯ বছর পর মেষ রাশিতে সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে। এছাড়াও, এই সূর্যগ্রহণটি হাইব্রিড হবে কারণ এটি তিনটি আকারে দেখা যাবে।এবার সূর্যগ্রহণ হবে মেষ রাশিতে। এছাড়াও, এই সূর্যগ্রহণটি হাইব্রিড হবে কারণ এটি তিনটি আকারে দেখা যাবে।এই সূর্যগ্রহণ এই সূর্যগ্রহণ অশ্বিনী নক্ষত্রে ঘটবে, যা কেতুর নক্ষত্র। এই সূর্যগ্রহণের দুই দিন পর দেবগুরুবৃহস্পতি ট্রানজিট করবে। এই গ্রহণ ভারতে দেখা যাবে না, তাই এই গ্রহণের সূতক সময়কে বিবেচনা করা হবে না। কিন্তু এই সূর্যগ্রহণ সব রাশিকে প্রভাবিত করবে।

সূর্যগ্রহণের পর কি চন্দ্রগ্রহণ হবে?গ্রহণ সাধারণত জোড়ায় আসে। ২০ এপ্রিল পূর্ণ সূর্যগ্রহণের পরে ৫ মে একটি পেনামব্রাল চন্দ্রগ্রহণ হবে। তবে এটি একটি পেনাম্ব্রাল চন্দ্রগ্রহণ হবে, যার অর্থ সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ অসম্পূর্ণভাবে সারিবদ্ধ।একটি পেনাম্ব্রাল চন্দ্রগ্রহণের সময়, চাঁদ শুধুমাত্র পৃথিবীর ছায়ার ক্ষীণ বাইরের অংশের মধ্য দিয়ে চলে। এই কারণে, একটি পেনাম্ব্রাল চন্দ্রগ্রহণকে চাঁদের স্বাভাবিক পর্ব থেকে আলাদা করা একটু কঠিন।

উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঃ রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ

ঢাকা ঃ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে তরুণ প্রজন্মকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন দেশটির রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ।মঙ্গলবার বঙ্গভবনের মন্ত্রিসভা হলে বঙ্গভবন তোশাখানা জাদুঘরের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ এ কথা বলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা দেশকে কতটা এগিয়ে নিতে পারব তা নির্ভর করবে প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং এর সঠিক ব্যবহারের ওপর। আমাদের তরুণ প্রজন্ম খুবই মেধাবী। যদি তাদের সঠিক সুযোগ দেয়া হয়, তবে তারা যে কোনো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আবদুল হামিদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে, প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণার পরিধি বাড়াতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অংশীজনদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ নিতে বলেন। তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে বলে উল্লেখ করে তিনি। বলেন, ভিআর এবং অন্যান্য প্রযুক্তির সঠিক বিকাশের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, মৌলিক গবেষণার সুযোগসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে প্রযুক্তির যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ভিআর প্রযুক্তি সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবনযাত্রার ধরন পরিবর্তন করবে। আমাদের এখন থেকে এই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং এর সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে হবে। সংস্কারের পর রাষ্ট্রপতি হামিদ চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি তোশাখানা জাদুঘর উদ্বোধন করেন। পরে, ভিআর প্রযুক্তির মাধ্যমে এই জাদুঘর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

'পুলিশি সংঘর্ষ' নিয়ে দেশের আইন, গাইডলাইন না মেনেই ভারতে বাড়ছে এনকাউন্টার

নয়া দিল্লি ঃ এনকাউন্টারে বা পুলিশি সংঘর্ষে মৃত্যু ভারতে নতুন নয়। বিগত কয়েক দশকের ব্যবধানে মণিপুর রাজ্যের মালোম ও নাগাল্যান্ড রাজ্যের মোন জেলায় (২০২১) সেনাবাহিনীর গুলিতে বেশ কয়েক জন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যুতে বিতর্ক দানা বাঁধে। বিভিন্ন বিরোধী দল ও মানবাধিকার সংগঠন পুলিশ বা সেনার গুলিতে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাকে 'ভুয়ো সংঘর্ষ' বলে অভিযোগ করে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করে। কিন্তু পরবর্তী এনকাউন্টার না হওয়া পর্যন্ত, প্রায় প্রতিবারই থিতিয়ে যায় অভিযোগ, উত্তেজনা।

গত সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের ঝাঁসিতে পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের এনকাউন্টারে গ্যাংস্টার রাজনীতিক আতিক আহমেদের ছেলে আসাদ ও তাঁর সঙ্গীকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করলে এই বিষয়টি আবারও উঠে আসে সংবাদ শিরোনামে।

জাতীয় মানবাধিকার পর্ষদের তথ্য বলছে, ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে পুলিশি সংঘর্ষে মৃত্যু সংক্রান্ত ৬৫৫টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ছত্তীসগড় (১৯১) ও উত্তরপ্রদেশ (১১৭) রয়েছে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের স্পেশাল ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার এক সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, ১৮৩ জন দাগি আসামি গত ছ'বছরে পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। অবশ্য উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭'র মার্চে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে বিজেপি লখনউ-এ সরকার গঠনের পর পুলিশের সংঘর্ষজনিত ১০ হাজার ৯০০টি ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশের গুলিতে আইনবহির্ভূত ভাবে সাধারণ মানুষ বা কোনও মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকে সচরাচর প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'পুলিশি সংঘর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত

করা হয়, এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। উল্লেখ্য, ভারতীয় দণ্ডবিধি, কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোথাওই 'পুলিশি সংঘর্ষ' শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হয়নি। এর কোনও স্পষ্ট আইনি সংজ্ঞাও এখনও পর্যন্ত নেই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশের তরফে এই ধরনের সংঘর্ষের ফলে হত্যাকে 'আত্মরক্ষার্থে' হত্যা বলে দাবি করা হয়। সম্প্রতি তেলেঙ্গানায় দিশা গণধর্ষণ কাণ্ডে চঞ্চলগুদা জেলে বন্দি অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে এই 'যুক্তি' দেওয়া হয়।

তবে এসবের অনেক আগে থেকেই এই এনকাউন্টার নিয়ে বহু চর্চা চলছে। ইশরাত জাহান (২০০৪) থেকে সোহরাবুদ্দিন শেখ (২০০৫), বাটলা হাউস (২০০৮) থেকে বিকাশ দুবে (২০২১)- ভারতে পুলিশি সংঘর্ষের আইনি বৈধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে, উঠেছে বিতর্কও।

১৯৯৭ সালে জাতীয় মানবাধিকার পর্ষদ আইনবহির্ভূত হত্যা প্রসঙ্গে নির্দেশিকা জারি করে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী পুলিশি সংঘর্ষে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থানায় সেই মৃত্যুকে সংঘর্ষে মৃত্যু হিসেবে নথিভুক্ত করতে হবে। পর্ষদকে ঘটনাটি সম্পর্কে জেলার পুলিশ প্রধানের পক্ষ থেকে জানাতে হবে ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে। চারমাসের মধ্যে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে পর্ষদকে প্রথম রিপোর্ট দিতে হবে। ঘটনার বিশদ বিবরণ উল্লেখ করে দ্বিতীয় রিপোর্ট দিতে হবে পরের তিনমাসের মধ্যে।

এর পরে ২০১২ সালে ওম মিশ্র বনাম ঝাড়খণ্ড সরকার মামলার রায় ঘোষণায় সুপ্রিম কোর্ট জানায়, আইনবহির্ভূত হত্যা (extraþþjudicial killings) দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার আওতায় একেবারেই আসে না। শুধু তাই নয়, শীর্ষ আদালতের বক্তব্য 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' এই অপরাধ এক অর্থে 'ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত খুন'। এই ধরনের হত্যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সমতুল্য। শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী যে কোনও এনকাউন্টারের ঘটনার পরেই পুলিশের তরফে এফআইআর দায়ের করতে হবে, তারপর সিআইডি বা অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে নিরপেক্ষ তদন্তের দায়িত্বভার। জাতীয় বা রাজ্য মানবাধিকার পর্ষদকেও এই সংক্রান্ত তথ্য জানাতে হবে। তদন্ত প্রক্রিয়া শেষও করতে হবে যথাযথ দ্রুততায়। আদালত আরও জানায় পুলিশি সংঘর্ষে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এই ঘটনায় সাহসিকতার জন্য কোনওরকম রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া যাবে না।

৪ হাজার কোটি টাকায় ইতিহাদে ৪০০ শয্যার হোটেল, জাদুঘর, পানশালা বানাবে সিটি

ম্যানচেস্টার সিটি (ওয়েবডেস্ক) ঃ প্রায় কাছাকাছি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও সাফল্যে, ঐতিহ্যে, অবকাঠামোয় নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের চেয়ে ঢের পিছিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। তবে ২০০৮ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মনসুর বিন জায়েদ আল নাহিয়ান কিনে নেওয়ার পর থেকেই বদলে গেছে ক্লাবটি। বিশেষ করে গত এক যুগে একের পর এক সাফল্য ধরা দিয়েছে। চ্যাম্পিয়নস লিগ ছাড়া জিতেছে সম্ভাব্য সব শিরোপা। ক্লাবের সমর্থক ও দর্শনার্থীদের সুযোগসুবিধা বাড়াতে এবার বড় ধরনের পদক্ষেপই নিল ম্যানচেস্টার সিটি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে নগর পরিষদে পরিকল্পনা আবেদনপত্র জমা দিয়েছে সিটি। বিষয়টি আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে এক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে তারা।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে থাকছে ৪০০ শয্যার বিলাসবহুল হোটেল, স্থায়ী জাদুঘর, পানশালা, বিপণিবিতান, ফ্যান জোন ও স্টেডিয়ামের আসনসংখ্যা বাড়ানো। এসব বাস্তবায়নে ম্যানচেস্টার সিটি ৩৪ কোটি ইউরো বিনিয়োগ করবে, যা মুদ্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি।

এ ব্যাপারে ক্লাবের কার্যনির্বাহী বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড্যানি উইলসন বলেছেন, 'ইতিহাদ স্টেডিয়ামে সমর্থকদের সর্বোচ্চ মানের সুযোগসুবিধা, বিনোদন, অবকাশযাপন ও আবাসন নিশ্চিত করতে আমরা অনেক দিন ধরে ভেবে আসছি। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমরা ম্যানচেস্টার নগর পরিষদে এসংক্রান্ত পরিকল্পনা আবেদনপত্র জমা দিয়েছি।'

নিজেদের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামের বর্তমান ধারণক্ষমতা ৫৩ হাজার। সেটাকে বাড়িয়ে ৬০-৬১ হাজারে উন্নীত করতে চায় সিটি কর্তৃপক্ষ। ২০২৮ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের যৌথ আয়োজক হতে বিড করবে যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ড। প্রতিযোগিতার সম্ভাব্য ১০ ভেন্যুর একটি হতেই ধারণক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্লাবটির চেয়ারম্যান আমিরাতের বাণিজ্য মহারথী খালদুন আল মুবারক।

ক্লাবের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রতীক বিবেচনা করা হয় জাদুঘরকে। ক্লাবের সব অর্জনের স্মারক এখানেই সাজিয়ে রাখা হয়। তবে এ মুহূর্তে ম্যান সিটির যে জাদুঘর আছে, সেটাকে প্রদর্শনী হল বললেই জুতসই হয়। সিটি কর্তৃপক্ষও সংগ্রহশালাটির নির্দিষ্ট কোনো নাম দেয়নি। মূল মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়াম, ট্রেনিং গ্রাউন্ড, একাডেমি, সদর দপ্তর আর ওই সংগ্রহশালা-পাশাপাশি অবস্থিত পুরো এলাকাকে সিটি স্কয়ার ডাকা হয়।

আয়ে শীর্ষে উঠেছে ম্যানচেস্টার সিটি

তবে দিন যতই গড়াচ্ছে, ম্যান সিটির সাফল্যের গ্রাফ ততই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর ১৩০ বছরে শীর্ষ পর্যায়ে মাত্র ১২টি ট্রফি জিতেছিল সিটিজেনরা। সেই তারাই আমিরাতের মালিকানায় আসার পর জিতেছে ১৭টি শিরোপা! একটা স্থায়ী জাদুঘর নির্মাণ তাই আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সর্বনিম্ন ১ হাজার ৩২১ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৯ হাজার ২৪৭ টাকার টিকিট কেটে পুরো সিটি স্কয়ার ঘুরে দেখতে পারেন দর্শনার্থীরা। আলাদা জাদুঘর হলে স্বাভাবিকভাবে এর জন্য আলাদা টিকিট কাটতে হবে।

ম্যানচেস্টার বা এর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত সিটি সমর্থকেরা খেলা দেখেই ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু দূরদূরান্ত থেকে আসা সমর্থকদের থাকতে হয় নগরীর বিভিন্ন হোটেল-মোটেলে। তাঁদের কষ্ট লাঘবে সিটি স্কয়ারেই গড়ে তোলা হবে ৪০০ শয্যার হোটেল।

ম্যান সিটি ক্লাবটি নগরের পূর্বে অবস্থিত। এসব অবকাঠামো বাস্তবায়িত হলে এই এলাকার মানুষ উপকৃত হবে বলে বিশ্বাস উইলসনের, 'স্থানীয় লোকজন আমাদের অগ্রাধিকার তালিকার প্রথমে থাকবে। আশা করি এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার দীর্ঘস্থায়ী উন্নতি হবে।'

সৃজনশীলতায় 'ফার্নান্দেজের চেয়ে শুধু মেসি এগিয়ে'

লন্ডন ঃ এরিক টেন হাগ কোচ হয়ে আসার পর খোলনলচে পাল্টে গেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ইংল্যান্ডের একমাত্র দল হিসেবে মৌসুমে চার শিরোপার দৌড়ে টিকে আছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি।

এর মধ্যে লিগ কাপ (কারাবাও কাপ নামে পরিচিত) জিতে তো অর্ধযুগের শিরোপা-খরাও ঘুচিয়ে ফেলেছে ইউনাইটেড। ইউরোপা লিগে আগামী পরশু রিয়াল বেতিসকে হারাতে পারলেই ইউনাইটেড জায়গা করে নেবে শেষ চারে। অন্য দুই ঘরোয়া প্রতিযোগিতায়ও ভালো অবস্থানে রেড ডেভিলরা। এফএ কাপের সেমিফাইনালে উঠে গেছে আর প্রিমিয়ার লিগে আছে তিনে। লিগ শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা কম হলেও পরশু নটিংহাম ফরেস্টকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে শীর্ষ তিনে থাকাটা পোক্ত করে ফেলেছে ইউনাইটেড। আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে ফেরা তাই একরকম নিশ্চিত। ইউনাইটেডের শেষ জয়ে গোল করেছেন আন্তোনি ও দিয়োগো দালোত। কিন্তু জয়ের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান তাদের মধ্যমাঠের। রিয়াল মাদ্রিদে থাকতে লুকা মদরিচ ও টনি ক্রুসকে নিয়ে যেমন 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল' গড়ে তুলেছিলেন কাসেমিরো, ইউনাইটেডে এসেও পেয়েছেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও ক্রিস্টিয়ান এরিকসেনের মতো দুই সঙ্গী। মধ্যমাঠে তাঁদের রসায়ন বেশ জমে উঠেছে।

পরশু প্রথম গোলে ব্রুনো ফার্নান্দেজ যেভাবে বল বানিয়ে দিয়েছেন, তাতে মুগ্ধ রিও ফার্ডিনান্ড। ইউনাইটেডের কিংবদন্তি এই ডিফেন্ডার মাঠে সৃজনশীলতার দিকে থেকে মেসির পরই ফার্নান্দেজকে রেখেছেন। গোল ডটকমের প্রতিবেদন লেখা হয়েছে, একটি ইউটিউব চ্যানেলকে ফার্ডিনান্ড বলেছেন, 'পাস বাড়ানো ও গোলের সুযোগ সৃষ্টিতে সে (ব্রুনো ফার্নান্দেজ) অসাধারণ। পরিসংখ্যানে তাকালে বুঝবেন, ইউনাইটেডে যোগ দেওয়ার পর গোল করা ও করানোয় ওর চেয়ে শুধু মেসি ওপরে আছে। আমি বলছি না, সে মেসির মানের। এটা কেউ বলবেও না। তবে নিজেকে মেসির পর্যায়ে নিতে চাইলে ওর এরিকসেনের সহযোগিতা প্রয়োজন। এরিকসেন যে পরিমাণ পাস বাড়ায়, তাতে সতীর্থদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।'

গত বছর গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ইউনাইটেডে নাম লেখান ডেনিশ তারকা এরিকসেন। তবে অ্যাঙ্কেলের চোটে পড়ায় এ মৌসুমে বেশ কয়েকটি ম্যাচ মিস করেছেন। পুরোপুরি সেরে ওঠার পর সম্প্রতি মাঠে ফিরেছেন এই প্লেমেকার। ফেরার পর থেকেই আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। ফার্নান্দেজ কাসেমিরো-এরিকসেন এত অল্প সময়ে একটা রেকর্ডও করে ফেলেছেন। এই মধ্যমাঠের ত্রয়ী একসঙ্গে খেলেছেন, এমন ম্যাচে এখনো হারেনি ইউনাইটেড।

অস্ত্রোপচার শেষে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ডিফেন্ডারের

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ মাঠে সময়টা ভালোই কাটছিল লিসান্দ্রো মার্তিনেজের। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দিয়ে রক্ষণের ভরসা হয়ে উঠেছিলেন মার্তিনেজ। তবে একটা চোট মার্তিনেজের সুখের সময়টাকে দীর্ঘায়িত হতে দেয়নি। চোটে পড়ে পুরো মৌসুমই শেষ হয়ে গেছে মার্তিনেজের। এরই মধ্যে পায়ে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারের। অস্ত্রোপচার শেষে মার্তিনেজের চোখ এখন দ্রুত মাঠে ফেরার দিকে।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ইংলিশ লিগ কাপ জয়ের পর আর্জেন্টিনার পতাকা হাতে লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। গত রাতে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইনস্টাগ্রামে হাস্যোজ্জ্বল ছবি পোস্ট করে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হওয়ার কথা মার্তিনেজ নিজেই জানিয়েছেন, 'সবকিছু ভালোভাবেই হয়েছে, স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা। সবাইকে ধন্যবাদ, আপনাদের বার্তার জন্য। এখন পুনর্বাসনের দিকেই আমার মনযোগ।' সেই ছবিতে মন্তব্য করে মার্তিনেজের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন তাঁর আর্জেন্টাইন সতীর্থ পাওলো দিবালা, এমি মার্তিনেজ, রদ্রিগো ডি পল, আনহেল দি মারিয়ারা।

গত বৃহস্পতিবার ইউরোপা লিগে সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে চোট পান মার্তিনেজ। ম্যাচের শেষ দিকে চোট পেয়ে প্রতিপক্ষের দুই আর্জেন্টাইন সতীর্থের কাঁধে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়েন মার্তিনেজ। তখনই মনে হয়েছে খুব গুরুতর কিছুই ঘটতে যাচ্ছে মার্তিনেজের সঙ্গে।

কোচ এরিক টেন হাগ তাৎক্ষণিকভাবে কিছু না জানালেও দুই দিন পর ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই মৌসুমে আর মাঠে নামতে পারবেন না আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ডিফেন্ডার। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই মৌসুমে ইউনাইটেডের হয়ে ৪৫টি ম্যাচ খেলেছেন মার্তিনেজ। প্রিমিয়ার লিগে একটি গোলও করেছেন এই ডিফেন্ডার।

ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুফতিরা পাবেন দুবাই গোল্ডেন ভিসা

দুবাই ঃ ইমাম, মুয়াজ্জিন, ইসলাম ধর্ম প্রচারকারী এবং ধর্মীয় গবেষকরা দুবাইতে গোল্ডেন ভিসা পাবেন। ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে দুবাইয়ের ক্রাউন প্রিন্স শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম গত শনিবার এ ঘোষণা দিয়েছেন। দুবাই-ভিত্তিক পত্রিকা খালিজ টাইমস এ তথ্য দিয়েছে।

ঘোষণায় বলা হয়েছে ইমাম, মুয়াজ্জিন, ধর্ম প্রচারক, মুফতি এবং ধর্মীয় গবেষকদের গোল্ডেন ভিসা দেয়া হবে, যারা এ কাজে ২০ বছর পূর্ণ করেছেন।

সেক্ষেত্রে তাদের দুবাইতে থাকার জন্য ১০ বছর মেয়াদি ভিসা দেয়া হবে। এর পাশাপাশি তাদের ঈদ-উল-ফিতরের বোনাসও দেয়া হবে।

দুবাইয়ের নেতার অফিস থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সত্যিকার ধর্ম প্রচার এবং মূল্যবোধ ও নীতির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সমাজকে এগিয়ে নেবার স্বীকৃতি হিসেবে তাদের এই সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

দুবাই থেকে প্রকাশিত পত্রিকা দ্য অ্যারাবিয়ান পোস্ট পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সাইফুর রহমান বলেছেন, দুবাইয়ের গোল্ডেন ভিসার স্কিম ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এখন ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং ইসলামিক স্কলারদের দেয়া হচ্ছে গোল্ডেন ভিসা। যারা দুবাইতে অলরেডি বিভিন্ন মসজিদের সাথে কর্মরত আছেন তাদের জন্য এই ভিসা, বলেন মি. রহমান। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাইরে যারা আছেন তারা গোল্ডেন ভিসার আওতায় সেখানে যেতে পারবেন কিনা সেটি পরিস্কার নয়।

তিনি বলেন, যারা দীর্ঘ সময় দুবাইতে ছিলেন এবং যাদের কোন অপরাধের রেকর্ড নেই তাদের গোল্ডেন ভিসা দেয়া হচ্ছে। এদেরকে গোল্ডেন ভিসার আওতায় আনা হচ্ছে যাতে ট্যালেন্টেড যারা, তারা যাতে এখানে দীর্ঘমেয়াদি নির্বিঘ্নে থাকতে পারে। তারা যাতে এদেশ থেকে চলে না যায়, বলেন মি. রহমান। দুবাইয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি দুই বছর পরপর ভিসা নবায়ন করতে হয় এবং মেডিকেল টেস্ট দিতে হয়। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তার কর্মীদের জন্য ভিসার আবেদন করে। গোল্ডেন ভিসার আওতায় সরকার ১০ বছরের ভিসা দিয়ে দিচ্ছে। তখন ভিসা নবায়ন করার কোন প্রয়োজন হয় না এবং এক জায়গায় চাকরী ছেড়ে অন্য জায়গায় স্বাধীনভাবে যেতে পারবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং দুবাইয়ের নেতা শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম ২০১৯ সালে গোল্ডেন কার্ড ভিসা পদ্ধতি চালু করেছিলেন।

এর আওতায় চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, এবং স্কুলে ভালো ফল করা শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশাদারদের পরিবারসহ ১০ বছর থাকার সুযোগ দেয়া হয়।

মূলত অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বিদেশি বিনিয়োগে আনার একটি অনানুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা চলছে মধ্যপ্রাচ্যের তিন প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে।

সুনির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে ভিসা ইস্যু করে ইউএই কর্তৃপক্ষ, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মেধাবীরা সেখানে বসবাস, চাকরী ও অধ্যয়ন করতে পারবেন।

সামনে শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন খাতের মেধাবী পেশাজীবীরা এর আওতায় আসবেন।

দুই মিলিয়ন অর্থাৎ ২০ লাখ দিরহামের প্রপার্টি কিনলে বা সমপরিমাণ অর্থ সেখানকার ব্যাংকে রাখলেই এ ভিসার জন্য আবেদন করা যায়।

ভিসাটি ১০ বছরের জন্য বৈধ ও নবায়নযোগ্য। এটি পেলে ছয় মাসের মধ্যে একাধিকবার সেদেশে প্রবেশ করা যাবে। ইস্যু করা হবে রেসিডেন্ট পারমিটও।

ইউএইর বাইরে থাকলেও ভিসাটি বাতিল হবে না। আর ভিসাধারীরা যে কোন সংখ্যক গৃহকর্মী স্পন্সর করতে পারবেন। ভিসাধারী ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার পরিবারের সদস্যরা সেখানে থাকতে পারবেন।

বাংলাদেশে রেল দুর্ঘটনার পাঁচটি বড় কারণ

ঢাকা ঃ সম্প্রতি বাংলাদেশের কুমিল্লায় মালবাহী ট্রেন ও একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের মধ্যে যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তার পেছনে সিগনালিংয়ের সমস্যা ছিল বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় এ পর্যন্ত দুজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, লোকোমোটিভ মাস্টার বা ট্রেনটির চালক ও তার সহকারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদেরকে আসলে সিগনাল দেয়াই হয় নাই। তাদের অপেক্ষা করার কথা ছিল, কিন্তু তারা সেটি না করে ট্রেন চালিয়ে চলে আসছে। প্রাথমিক অবস্থায় এটাই পাওয়া গেছে। এ কারণে তাদের বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। একই সাথে সিগনাল যারা চালান তাদের কিছুটা গাফিলতি আছে কি না সেটা দেখা হবে বলেও জানানো হয়। এর আগে গত ১৬ই এপ্রিল চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেন কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে একটি মালবাহী ট্রেনের সাথে সংঘর্ষের পরে বেশ কয়েক জন যাত্রী আহত হয়। দুর্ঘটনায় সোনারবাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়। পুলিশ তখন জানায় যে, হাসানপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মালবাহী ট্রেনকে ধাক্কা দেয় যাত্রীবাহী ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেন। এঘটনার পর ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রেন চলাচল কয়েক ঘণ্টা বন্ধ হয়ে যায়।

বেসরকারি সংস্থা যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, রেল লাইনের সাথে সম্পৃক্ত নানা দুর্ঘনা ঘটেই চলেছে।

এসব রেল দুর্ঘটনার মধ্যে ট্রেনের সংঘর্ষ ছাড়াও রেলক্রসিংয়ে অন্যান্য যানবাহনের সাথে সংঘর্ষ, ধাক্কা এবং রেল লাইনে কাটা পড়ে মৃত্যু-এসব পরিসংখ্যানও উল্লেখ রয়েছে।

তবে ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের সংখ্যা খুব বেশি হয় না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, এ ধরণের দুর্ঘটনার সংখ্যা খুবই কম। এই যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা বছরে ০৮-১০টির বেশি হয় না। ৫টি, ৭টি, ১০টি এর মধ্যেই থাকে।

তবে রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, আমরা তো মনে করছি যে ট্রেনের দুর্ঘটনা নাই বললেই চলে। আমি আসার পরে একটা দুর্ঘটনা মন্দবাগে হইছিলো, আর এটা সেকেন্ড আরকেটা দুর্ঘটনা। আর যেগুলো হইছে সেগুলো রেলক্রস নিয়ে।

রেলমন্ত্রী মনে করেন রেলক্রসিংয়ে যেসব দুর্ঘটনা সেগুলো রেলের দুর্ঘটনা নয়।

তিনি বলেন, রেলক্রসিংয়ে দুর্ঘটনা তো রেলের দুর্ঘটনা না, এটা অন্যরা এসে যদি রেলওয়ে এসে 'অবস্ট্রাকশন' তৈরি করে সেই কারণে হইছে। সেটা রেলের কিছু না।

কেউ ইচ্ছে করে দুর্ঘটনা ঘটায় না উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, রেলপথের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। চট্টগ্রামের কিছু অংশ ছাড়া বাকি সবই ডাবল লাইন করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে কিছুটা অংশ ডাবল লাইন হয় নাই, এছাড়া সবটাই ডাবল লাইন, বলেন তিনি।

দুর্ঘটনা বিশেষজ্ঞরা রেল লাইনে দুর্ঘটনার কিছু কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলো হচ্ছে

দুর্ঘটনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে রেলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা। এছাড়া অপারেশনের ঘাটতির কারণে একই লাইনে দুটো ট্রেন চলে আসতেও দেখা যায়।

বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পরিচালক ড. শামসুল হক বলেন, বাংলাদেশে যে ধীর গতিতে ট্রেন চলাচল করে সেখানে লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের অভাবই দায়ী। রেলওয়ের রোলিং স্টক বা বাহনগুলো সব নতুন হওয়ার পরও এ ধরণের দুর্ঘটনা ঘটছে।

মি. হক বলেন, বাংলাদেশে রেল লাইনের বেজ বা ভিত্তি ঠিক থাকে না, ভিত্তির লেভেল ঠিক থাকে না, নিচে যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলো ঠিক সময়ে পরিবর্তন করা হয় না, জোড়া তালি দিয়ে রাখা হয় এবং এ কারণেই দুর্ঘটনা হয়ে থাকে।

যাত্রী কল্যাণ সমিতি বলছে, দেশে রেল দুর্ঘটনার কারণ হচ্ছে দুর্বল ইঞ্জিন এবং সংস্কারবিহীন নড়বড়ে রেলপথ। লোকোমোটিভ ইঞ্জিন যেটা আমদানি করা হয়েছে এগুলো আসলে নিম্নমানের ইঞ্জিন এবং এগুলো বেশ দুর্বল।

এই প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে রেল ইঞ্জিনের সংখ্যা ছিল ৪৪২টির মতো। আর বর্তমানে এই সংখ্যা আড়াইশটির মতো। এর মধ্যে আবার ৮৩ ইঞ্জিন মেয়াদোত্তীর্ণ।

যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, নতুন করে যেসব ইঞ্জিন আমদানি করা হয়েছে সেগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের।

লোকবল সংকট

বাংলাদেশের রেলওয়েতে লোকবলের সংকট এবং এর কারণে দুর্ঘটনা ঘটার অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৩ সালে দেশে রেলের জনবল ছিল ৬৮ হাজার। ২০১৯ সালের দিকে এই সংখ্যা কমে এসে দাঁড়ায় ২৭ হাজারে।

রেলওয়ে মন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন এর আগে বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, ১৯৮৬ সাল থেকে রেলওয়েতে নিয়োগ একেবারে বন্ধ ছিল। বিএনপি সরকারের সময়ে রেলওয়ে থেকে ১০হাজার কর্মকর্তা কর্মচারীকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক কর্মসূচিতে বিদায় করা হয়েছিল। ফলে ট্রেনের চালকসহ লোকবলের সংকট এখনও রয়েছে। সেসসময় মন্ত্রী লোকবল সংকট বাড়াতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার কথাও বলেছিলেন।

বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পরিচালক ড. শাসসুল হক বলেন, বর্তমানে ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু দক্ষ লোকবল তৈরি হয়নি। অভিজ্ঞ লোকোমাস্টার বা ট্রেন চালক যেমন দরকার ঠিক তেমনি ট্রেনের শিফট বা শিডিউল যারা ব্যবস্থাপনা করেন সেই স্টেশন মাস্টারও দরকার। আর এই দায়িত্ব পালনে অনেক বেশি দক্ষতা ও ধৈর্য্য দরকার হয়। স্টেশন মাস্টারদের যে ধরণের দায়িত্বশীল হওয়ার কথা সেখানে গাফিলতির কারণেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করেন তিনি। কারণ এতে সিগনালিংয়ে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেখানে স্টেশন মাস্টার আছে, সেখানেও দক্ষ জনবলের অভাব আছে, বলেন তিনি।

অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং

ট্রেন দুর্ঘটনার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং।

রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২৮৭৭ কিলোমিটার রেলপথে রেলক্রসিং আছে প্রায় ২৫৪১টির মতো। সে হিসেবে বাংলাদেশে প্রায় প্রতি কিলোমিটারে একটা করে লেভেল ক্রসিং আছে বললে ভুল হওয়ার কথা নয়। এসব ক্রসিংয়ের মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশে কোন গেট নেই বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পরিচালক ড. শাসসুল হক বলেন, এসব লেভেল ক্রসিংয়ের বেশিরভাগই অনুমোদন ছাড়া এবং স্থানীয় সরকার বা মিউনিসিপালিটি জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য অবৈধভাবে তৈরি করেছে।

লেভেল ক্রসিং কিন্তু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটা জায়গা। তো সেটা যদি অবৈধভাবে সংখ্যাটা বাড়তে থাকে এবং এটার যদি চেক না থাকে, ঝুঁকিপূর্ণ তো হবেই এবং সেভাবেই কিন্তু লেভেল ক্রসিংয়ে দুর্ঘটনাগুলি প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে।

সামনে এ ধরণের লেভেল ক্রসিং এবং দুর্ঘটনা দুটোই বাড়বে উল্লেখ করে মি. হক বলেন, লেভেল ক্রসিংয়ের আশেপাশেও অনেক স্থাপনা হচ্ছে এবং এগুলো ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে লেভেল ক্রসিংয়ে যে বাধাহীন দৃষ্টিসীমা থাকার কথা সেটা রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

ফলে চালক আসলে সামনে দেখতে পান না যে সেখানে কে আসছে বা যাচ্ছে।

আমাদের লেভেল ক্রসিংগুলি একটা বিরাট হেডেক (চিন্তার বিষয়) এবং এক্সিডেন্টের একটা হটস্পট এই জায়গাটার মধ্যে।

অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের সমমানের এমন সব দেশের তুলনায়ও বাংলাদেশে এমন দুর্ঘটনার হার বেশি বলে জানান বুয়েটের এই অধ্যাপক।

প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা

বুয়েটের শিক্ষক ড. শাসসুল হক তিনি বলেন, অন্য দেশগুলো অপারেশন বা বিদ্যমান ব্যবস্থার সর্বোত্তম ও দ্রুত ব্যবহার কিভাবে করা যায় তার উপর নজর দিলেও বাংলাদেশে উন্নয়নের উপর নজর দেয়া হয়েছে।

হাজার হাজার কোটি টাকা উন্নয়নে খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু সম্পদের সর্বোত্তম ও দ্রুত ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জোর দেয়া হচ্ছে না এবং এতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা আছে।

এক্ষেত্রে রেল বিভাগের যদি ক্ষোভ থাকে যে অবৈধ লেভেল ক্রসিংয়ে কেন লোকবল নিয়োগ দেয়া হবে সেক্ষেত্রে, সড়ক ও পরিবহনের সাথে জড়িত সব প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করে নিতে হবে বলেও মনে করেন তিনি।

অবৈধ দখল

ড. শামসুল হক বলেন, ট্রেন একটা আর্টিকুলেটেড জোড়া লাগানো গাড়ি। এটিতে হঠাৎ ব্রেক করা যায় না। কারণ তাহলে যাত্রীদের ঝুঁকিতে ফেলা হয়।

এ কারণেই ট্রেনের নীতিমালায় বলা আছে যে, রেল ট্র্যাকের ১০ ফুটের মধ্যে সব সময় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে অলিখিতভাবে। কেউ তার আশেপাশে আসতে পারবে না। তবে বাস্তবে এর উল্টোটা দেখা যায়।

সবাই রেলের জমিটাকে নিজের জমি মনে করে এই যে অসঙ্গতিপূর্ণ হাট বাজার, বসতি বানিয়ে হ্যাজার্ডটাকে বাড়িয়ে ফেলছেন...সেটা রেল মন্ত্রণালয়ের সরকারের সাথে বসে ঠিক করা উচিত। তিনি বলেন, দুর্ঘটনা রোধ করতে এসব অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে এবং সেগুলো যাতে উঠিয়ে দেয়ার পর আবার বসতে না পারে তার জন্য সারা বছর ধরে তত্ত্বাবধায়ন করতে হবে। এতে ব্যবহার করতে হবে রেলওয়ে পুলিশকে। তবে এই রেলওয়ে পুলিশে রেলের কাজে নিয়োজিত থাকার কথা থাকলেও তারা আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত।

ফলে তাদের পরিচালনার খরচ রেল মন্ত্রণালয় থেকে আসলেও তাদেরকে দিয়ে কাজ করাতে পারে না রেলওয়ে। এখানে এই জটিলতা এড়াতে রেলওয়ে পুলিশকে রেলমন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত করা উচিত বলেও মত দেন বিশেষজ্ঞরা।

ইলন মাস্কের স্বপ্নের মহাকাশযান স্টারশিপ কেন উড়তে পারলো না

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ পৃথিবীতে তৈরি হওয়া এ যাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট 'স্টারশিপ' সোমবার তার প্রথম মনুষ্যবিহীন যাত্রা শুরু করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে তা স্থগিত করেছে। কথা ছিল এটি স্থানীয় সময় সোমবার সকালে মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের বোকা চিকা থেকে উৎক্ষেপণ করা হবে । তার পর এটির ওপরের অংশটি পূর্ব দিকে যাবে এবং পৃথিবীর প্রায় পুরো চারপাশ জুড়ে একবার প্রদক্ষিণ করে সাগরে নেমে আসবে।

প্রায় ১২০ মিটার বা ৪০০ ফিট উঁচু এই বিশালকায় রকেটটি তৈরি করেছে মার্কিন উদ্যোক্তা ইলন মাস্কের স্পেসএক্স কোম্পানি।

মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী এ রকেট উৎক্ষেপণের সময় যে উর্ধমুখী চাপ বা 'থ্রাস্ট' তৈরি হবে, তার পরিমাণ এ পর্যন্ত যত রকেট তৈরি হয়েছে - তার প্রায় দ্বিগুণ।

কিন্তু উৎক্ষেপণের কয়েক মিনিট আগে জানানো হয়, রকেটটি তরল গ্যাসের জ্বালানির সঠিক চাপ রক্ষা করে এমন একটি ভালভ 'জমে গিয়েছিল' এবং ঠিকমত কাজ করছিল না। তাই কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে উৎক্ষেপণ পিছিয়ে দেবারই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এটি আবার উৎক্ষেপণের চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন ইলন মাস্ক এক টুইট বার্তায়।

বিশ্বের এযাবৎকালের বৃহত্তম রকেট উৎক্ষেপণ দেখতে বোকা চিকায় কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। আরো বহু লক্ষ মানুষে বসেছিলেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে টিভির সামনে।

কিন্তু এটি শুধু বৃহত্তম রকেটই নয়, প্রথম পুনর্ব্যবহারযোগ রকেটের প্রথম পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণও বটে। এটি ব্যর্থ হলে মানুষের অন্য গ্রহে যাওয়া এবং বসতি স্থাপনের একটি বাহন তৈরির এই উদ্যোগ এক বড় ধাক্কা খেতো। তাই স্পেসএক্স এ নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কোন অকারণ ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

সম্ভবত তাই উৎক্ষেপণের আগেই ইলন মাস্ক সবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন - লোকে যেন এই প্রথম উৎক্ষেপণ থেকে খুব বেশি কিছু আশা না করেন। কারণ এসব রকেটের প্রথম যাত্রায় কিছু না কিছু একটা সমস্যা দেখা দেয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

এটি হচ্ছে একটি বিশালকায় এবং অত্যন্ত জটিল রকেটের প্রথম উৎক্ষেপণ, তাই এটি হয়তো না-ও ঘটতে পারে। আমরা খুব সতর্ক থাকবো। যদি কোন কিছু নিয়ে আমাদের উদ্বেগ থাকে আমরা এই উৎক্ষেপণ স্থগিত করে দেবো - টুইটারের একটি ইভেন্টে বলেছিলেন ইলন মাস্ক। সোমবারের এ যাত্রায় রকেটটিতে কোন মানুষ আরোহী বা ক্রু হিসেবে ছিল না।

ইলন মাস্ক আশা করছেন স্টারশিপের মাধ্যমে রকেট ব্যবসাকে তিনি সম্পূর্ণ পাল্টে দেবেন।

কারণ, এই রকেট তৈরি হয়েছে এমনভাবে যে তা পুরোপুরি এবং দ্রুত আবার ব্যবহার করা যাবে।

ইলন মাস্কের স্বপ্ন হলো - অন্য গ্রহে মানুষের বসতি স্থাপন করতে যাবার উপযোগী রকেট তৈরি করা - যা বার বার ব্যবহার করা যাবে এবং একেকবারে ১০০-র বেশি মানুষকে মঙ্গলগ্রহে নিয়ে যেতে পারবে।

এর উপযোগী করেই বানানো হয়েছে এই স্টারশিপ রকেটযানকে।

এই রকেট এখন তৈরি, এবং এর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ যদি সফল হয় - তাহলে তা হবে এক বিরাট অগ্রগতি।

রকেটটির দুটি অংশ - একটি হচ্ছে 'সুপার হেভি' নামে তরল গ্যাসের জ্বালানিচালিত রকেট - আর অপরটি হলো 'স্টারশিপ' নামের মহাকাশযানটি - যা এই 'সুপার হেভি'র ওপর বসানো থাকবে।

ইলন মাস্ক মনে করেন, এই যানের মাধ্যমে এমন এক যুগ শুরু হতে পারে যখন সাধারণ মানুষের পক্ষে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে ভ্রমণ করা সম্ভব হবে।

তিনি মনে করেন, মঙ্গলের মত অন্য গ্রহে যদি মানুষের বসতি স্থাপন করা যায়, তাহলে পৃথিবীতে কোন গ্রহাণুর আঘাতের মত বিপর্যয় দেখা দিলেও মানুষের সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা যাবে।

তখন মানুষের ইতিহাস দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। একটা হলে আমরা চিরকাল পৃথিবীতে বাস করতে থাকলাম এবং তার পর কোন একদিন সবকিছু ধ্বংস বা বিলুপ্ত হয়ে যাবার মত একটা ঘটনা ঘটে গেল।

আরেকটা বিকল্প হলো, আমরা একটা মহাশূন্যে ভ্রমণরত সভ্যতা এবং একাধিক গ্রহে বসবাসরত প্রজাতিতে পরিণত হলাম। আমার মনে হয় আপনি একমত হবেন যে এটাই সঠিক পথ।

ইলন মাস্ক মনে করছেন, তিনি এমন রকেট তৈরি করাচ্ছেন যা মানুষ ও উপগ্রহকে প্রতিদিন কয়েকবার করে কক্ষপথে নিয়ে যাবে - ঠিক যেভাবে একটি জেট বিমান আটলান্টিকের এপারে-ওপারে প্রতিদিন যাত্রী আনা-নেয়া করে।

এই রকেট সিস্টেমকে বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ।

এর অর্থ হলো - এই সিস্টেমের প্রধান হার্ডওয়্যার অংশগুলো ফেলে দেয়া হবে না, বা রকেটের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবার পর পুড়ে ছাই হয়ে যেতেও দেয়া হবে না - যেমনটা সাধারণ রকেটের বেলায় হয়ে থাকে।

এই স্পেসএক্সের এই রকেটের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য হবে এমন যে এর প্রধান হার্ডওয়্যারগুলো মাটিতে ফিরে আসবে এবং তাদেরকে আবার ওড়ানো যাবে।

শুধু তাই নয় এই পুনর্ব্যবহার হবে 'র‍্যাপিড' বা দ্রুত।

স্টারশিপে আবার রকেট জ্বালানি ভরা যাবে এবং অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই তা আবার উৎক্ষেপণের জন্য তৈরি হয়ে যাবে - ঠিক একটা উড়োজাহাজের মতো।

এর ফলে এই পুরো প্রকল্পের খরচও কমে যাবে।

স্টারশিপ মহাকাশযান এবং তার রকেট সুপার-হেভি -এই দুটি যখন একটি আরেকটির ওপর বসবে তখন তার মোট উচ্চতা হবে ১২০ মিটার বা ৩৯৪ ফিট। উচ্চতার দিক থেকে এটি পৃথিবীর এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় রকেট।

স্যাটার্ন ফাইভ - যে রকেট দিয়ে মানুষ চাঁদে গিয়েছিল - তার উচ্চতাও এর চেয়ে কম।

স্টারশিপ মহাকাশযানটির দিকে তাকালে দেখা যায়, এটির কৌণিক অংশটির ডিজাইন এবং তাতে ফিন বা পাখনা যোগ করায় এটিকে চেহারা অনেকটা কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর স্বর্ণযুগের রকেটশিপের সাথে মিলে যাচ্ছে। এতে করে বড় পরিমাণে মালপত্র বা অনেক মানুষকে একসাথে মহাশূন্য যাত্রায় নিয়ে যাওয়া যাবে।

এটি ৫০ মিটার বা ১৬০ ফিট লম্বা - আর সাথে যুক্ত হয়েছে ৬টি অত্যন্ত শক্তিশালী র‍্যাপ্টর ইঞ্জিন।

এক দশক ধরে বহু গবেষণার পর এটি তৈরি করেছে স্পেসএক্স।

এতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তরল মিথেন - যা তরল অক্সিজেনের সহায়তায় জ্বলে। একসঙ্গে এ দুটিকে বলা হচ্ছে মেথালক্স।

সুপার হেভি নামের ৭০ মিটার বা ২৩০ ফিট লম্বা রকেটটিতে অতি শীতল অবস্থায় ভরা হবে এই মেথালক্স।

স্টারশিপের ওপরের অংশটি ইতোমধ্যে ছোট আকারে পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে নিচের অংশ অর্থাৎ সুপার হেভি-সহ উৎক্ষেপণের প্রয়াস এবারই প্রথম।

যদি আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আরেকটি উৎক্ষেপণের চেষ্টা করা হয় - তাহলে যা ঘটবে তা হলো এই রকম - স্পেসএক্স আশা করছে সবকিছু ঠিক থাকলে ৯০ থ্রাস্ট পাওয়া যাবে, এবং এতে ৭০ মেগানিউটন শক্তি সৃষ্টি হবে। এ শক্তি ১০০টি কনকর্ড সুপারসনিক বিমান আকাশে ওড়াতে যতটা শক্তি লাগবে তার সমতুল্য।

সবকিছু ঠিকঠাক চললে স্টারশিপ ওপর দিকে উঠবে তার পর মেক্সিকো উপসাগরের ওপর দিয়ে উড়বে। এর বুস্টার রকেটের ৩৩টি ইঞ্জিন জ্বলবে ২ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ডের জন্য।

এর পর রকেটটি দুভাগে আলাদা হয়ে যাবে এবং ওপরের অংশটি অর্থাৎ স্টারশিপ তার নিজের ইঞ্জিনের শক্তিতে ৬ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড ধরে চলবে। ততক্ষণে এটি পৃথিবীর ১০০ কিলোমিটার ওপর দিয়ে উড়তে থাকবে।

এর পর স্টারশিপটি পৃথিবীর চারদিকে প্রায় সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করবে। পুরো যাত্রাটি শেষ হবে ৮৫ মিনিটের মধ্যে।

অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সুপার হেভি বুস্টারটি যদিও পুনর্ব্যবহারযোগ্য হবার কথা - তবে এ যাত্রায় এটিকে টেক্সাসের উপসাগরের জলেতে নেমে ডুবে যেতে দেয়া হবে।

ভবিষ্যতে স্পেসএক্স প্রত্যাশা করছে যে স্টারশিপ ও বুস্টার রকেট নিয়ন্ত্রিত অবতরণ করতে পারবে এবং এতে পুনরায় জ্বালানি ভরা ও আবার উৎক্ষেপণ করা হবে।

ইলন মাস্ক চান মঙ্গলগ্রহে একসময় মানুষের একটি 'শহর' গড়ে উঠবে।

স্টারশিপে করে মঙ্গলগ্রহে যেতে ৯ মাস লাগবে - ফিরে আসতেও লাগবে ৯ মাস। একারণে এই রকেটে এমনভাবে কেবিন সংযুক্ত হবে যাতে প্রায় ১০০ লোক যেতে পারবে।

অবশ্য চাঁদে যাবার জন্য নাসার আর্টেমিস কর্মসূচির জন্য যে রকেট তৈরি করবে স্পেসএক্স - তা হবে কিছুটা ভিন্ন ধরনের।

২০১৯ থেকে শুরু করে গত কয়েক বছরে স্পেসএক্স বেশ কয়েকটি প্রোটোটাইপ পরীক্ষা করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি মাটিতে নেমে আসার সময় বিস্ফোরণ ঘটে ধ্বংস হয়।

তবে ২০২১ সালে স্টারশিপ এস এন ওয়ান ফাইভ সফলভাবে উৎক্ষেপণ এবং 'সফট ল্যান্ডিং' খাড়া অবস্থায় নিরাপদে অবতরণ - এই দুটিই করতে সক্ষম হয়।

এর পর তাদের রকেটের নিচের দিকের ৩৩টি ইঞ্জিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা শেষে যুক্তরাষ্ট্রের কতৃপক্ষ একটি টেস্ট ফ্লাইটের অনুমতি দেয় - যা সোমবার হবার কথা ছিল, তবে এটি স্থগিত হলেও আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তা আবার চেষ্টা করা হবে বলে ইলন মাস্ক আশ্বাস দিচ্ছেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
19:04:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

কেন লিটন দাস কলকাতা নাইট রাইডার্স একাদশে সুযোগ পাচ্ছেন না

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা ডাক পেলেও খেলার সুযোগ যে পাবেন না সেটা আগেই জানালেন, এমন দাবি করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান। আজ ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। চলতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সাকিব আল হাসান নাম প্রত্যাহার করার পর বাংলাদেশ থেকে দুজন ক্রিকেটার প্রতিনিধিত্ব করছেন, মুস্তাফিজুর রহমান ও লিটন দাস। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নিজের প্রথম মৌসুমে টানা তিন ম্যাচ কলকাতা নাইট রাইডার্সের হেডেই কাটালেন সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান লিটন কুমার দাস। এই তিন ম্যাচের পুরিতেই কলকাতা হেরে গেছে। এতে করে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন কেন লিটনকে স্কোয়াডে রেখেও খেলানো হচ্ছে না। লিটন দাস ঢাকা ছাড়ার আগেই গণমাধ্যমে বলে গিয়েছিলেন, ম্যাচ খেলবো কি না তা জানিনা, খেলালেও কেমন খেলবো সন্দিগ্ধ কিন্তু এটা একটা শেখার জায়গা, আমি শিখতে চাইবো। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফী বিন মোর্তাজা মনে করেন, এখন সোশাল মিডিয়ার যুগ এবং বাংলাদেশের একটা বড় ফ্যানবেজ রয়েছে, সেটাকে অনেক দলই ব্যবহার করতে চায়। মাশরাফী বলেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সামর্থ্য রয়েছে, আমরা চাই তাদের খেলানো হোক কিন্তু এনিয়ে বেশি মাথাব্যথার কিছু নেই।

ইউক্রেনের খাদ্যশস্যে সয়লাব পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি, আমদানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান ইইউ'র

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনের শস্য আমদানিতে পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরি যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সেটি প্রত্যাখ্যান করেছে ইউরোপীয় কমিশন।

দেশ দুটি বলেছে যে তাদের কৃষি খাতকে রক্ষা করার জন্য সস্তা শস্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রযোজন ছিল।

এই নিষেধাজ্ঞা শস্য, দুগ্ধজাত পণ্য, চিনি, ফল, শাকসবজি এবং মাংসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং জুনের শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

কমিশন বলেছে, কোন একটি দেশ আলাদাভাবে বাণিজ্য নীতি তৈরি করতে পারে না।

যদিও কমিশন বলেছে একতরফা পদক্ষেপ সহ্য করা হবে না, তবে তারা পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলেনি।

রবিবার এক বিবৃতিতে কমিশনের মুখপাত্র বলেছেন, এই ধরনের চ্যালেঞ্জিং সময়ে ইইউ'র সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সোমবার জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তারা ওই দুটি দেশের নিষেধাজ্ঞা আরোপের আইনি ভিত্তি বোঝার চেষ্টা করছে।

বেশিরভাগ ইউক্রেনীয় শস্য কৃষ্ণ সাগরের মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়, কিন্তু গত বছর রাশিয়া হামলা চালানোর পর রপ্তানির এই রুটটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রচুর পরিমাণে শস্য মধ্য ইউরোপের বাইরে যেতে পারে না। পরে জাতিসংঘ এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ওই চুক্তিতে ইউক্রেনকে সমুদ্রপথে রপ্তানি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। তবে ইউক্রেনের অভিযোগ, রাশিয়ার অতিরিক্ত তদারকির কারণে রপ্তানি প্রক্রিয়াটি গতিশীলতা হারিয়েছে। পোলিশ কৃষকরা ইউক্রেনীয় শস্য আমদানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।

শনিবার পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরি এই আমদানি নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয়। দেশ দুটির স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। কৃষকরা বলেছে যে আমদানির কারণে তাদের বাজার সস্তা ইউক্রেনীয় শস্যে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা নিজস্ব উৎপাদিত শস্য বিক্রি করতে পারছে না।

রবিবার পোল্যান্ডের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এবং টেকনোলজি মন্ত্রী ওয়াল্ডেমার বুডা স্পষ্ট করে বলেছেন, নিষেধাজ্ঞাটি ট্রানজিট পণ্যের পাশাপাশি পোল্যান্ডে আসা পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

তিনি পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি একটি স্কিমের আওতায় এক্সপোর্ট পাস চালু করতে ইউক্রেনের সাথে আলোচনার আহ্বান জানান। যেন ইউক্রেনের পণ্যগুলো স্থানীয় বাজারে ঢুকতে না পারে। ইউক্রেন বলছে, এই পদক্ষেপ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির পরিপন্থী।

ইউক্রেনের কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে তারা পোল্যান্ডের কৃষি খাতের পরিস্থিতির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সময় তারা পাশে ছিল।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন ইতিবাচক সমাধান আনতে গেলে একতরফা কঠোর পদক্ষেপ কাজ করবে না, পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের মন্ত্রীরা সোমবার পোল্যান্ডে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য বসতে পারেন।

আতিক আহমেদের হত্যা অতি দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উত্তরপ্রদেশের গ্যাংস্টার বাহুবলী তথা প্রাক্তন বিধায়ক সংসদ আতিক আহমেদের হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অসমের বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ফলে উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটা প্রমাণিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি। প্রসঙ্গত শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের এক হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়া আতিক আহমেদ এবং তার ভাই আশরাফ আহমেদকে গুলি করে হত্যা করেছেন তিনজন দুষ্কৃতি। পুলিশের হেফাজতে থাকার পরও সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করার সময় সাংবাদিক হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনজন দুষ্কৃতিকারী সরাসরি ভাবে গুলি করে আতিক আহমেদ এবং তার ভাই আশরাফ আহমেদকে হত্যা করার ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে এই বিষয়ে অসমেও রাজনৈতিক দলের নেতারা মুখ খুলেছেন। বিশেষ করে রাজ্যের বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া উত্তরপ্রদেশে আতিক আহমেদের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে দেবব্রত শইকীয়া বলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী কখনো বলেছেন এনকাউন্টার একটি প্যাটার্ন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের আদলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কথা বলেছিলেন। তবে অবশেষে অসমের মুখ্যমন্ত্রী এই কথা প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের ঘটনা অতি দুর্ভাগ্যজনক। গত বিধানসভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে ধুলিস্যাৎ করা হবে বলে বক্তব্য দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া। বিরোধী দলপতি বলেন যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তিনি নিরীহ ব্যক্তি নন সেটা সত্য। কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবস্থা অনুযায়ী সাংবিধানিক ভাবে আইন এবং আদালতের একটি স্থান রয়েছে। সেটার মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু পুলিশের হাতে সেই ব্যবস্থা নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া জানান উত্তরপ্রদেশে হত্যা করা এই প্রাক্তন সাংসদ এবং বিধায়ক নিজের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উচ্চতম আদালতে একটি আবেদন জানিয়েছিলেন। গত ২৮ মার্চ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন উত্তরপ্রদেশে তার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি রয়েছে। তাকে জেল থেকে বের করে হত্যা করা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তবে সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে বলেছিল যে উত্তরপ্রদেশে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে গড়ে তোলা হবে। ফলে চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে এরপর যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেটাতে উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

মুখ্যমন্ত্রীর পর এবার কাজিরাঙ্গার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ডিজিপি জিপি সিংহের

তৎকালীন ভাবে গন্ডারের খর্গ উদ্ধারে সফল হওয়া নগাঁও পুলিশকে আর্থিক পুরস্কার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গন্ডার হত্যা প্রতিরোধর লক্ষ্যে কাজিরাঙ্গার সরজমিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের একদিন পর এবার রাজ্যের ডিজিপি জিপি সিংহ কাজিরাঙ্গায় উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। তিনি বন বিভাগের পাশাপাশি কাজিরাঙ্গার সীমানা স্পর্শ করা চার জেলার পুলিশ সুপারদার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে গন্ডার হত্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা তদারক করেছেন। আসন্ন বন্যার পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রেখে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। প্রসঙ্গত গন্ডারের সুরক্ষায় মগ্ন হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রবিবার মূলত গন্ডার হত্যা প্রতিরোধর লক্ষ্যে কাজিরাঙ্গার সরজমিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। কাজিরাঙ্গা উপস্থিত হয়ে জিপ সাফারির মাধ্যমে অধিকাংশ বনাঞ্চল এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী প্রায় চার ঘন্টা ধরে কাজিরাঙ্গার ৪০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে প্রতিটি দিক সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন আগামী ১০ মে ফরেস্ট ব্যাটেলিয়ান গঠন এবং বন কর্মী নিযুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে অসম সরকারের। তাছাড়া ডিজিপি জিপি সিংহের সঙ্গে আরো একদিন তিনি কাজিরাঙ্গা পরিদর্শন করবেন বলে উল্লেখ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তার সফরের ঠিক একদিন পর সোমবার কাজিরাঙ্গা উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও বিশেষ সরকারি কার্যসূচি থাকার জন্য তিনি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সোমবার ডিজিপি জিপি সিংহ কাজিরাঙ্গায় উপস্থিত হয়ে বন বিভাগের শীর্ষকর্তাদের পাশাপাশি শোণিতপুর, কার্বি আংলং, বিশ্বনাথ, নগাঁও জেলা পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই বৈঠকে মূলত গন্ডার হত্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বন কর্মী যথাস্থানে নিযোগ করা, শিবির স্থাপন, পেট্রোলিং, রিভার পেট্রোলিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আসন্ন বন্যার পরিস্থিতিতে গন্ডারের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ক বৈঠকে আলোচনা করেছেন পুলিশের শীর্ষকর্তারা। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন গন্ডারের নিরাপত্তার সংক্রান্তে যাবতীয় আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন ইতিমধ্যে উদ্ধার হওয়া গন্ডারের খর্গটি আসল সেটা নিশ্চিত। তবে সেই খর্গটি হত্যা করা গন্ডারের কিনা সেটা যাচাই করতে ডিএনএ পরীক্ষার প্রযোজন হবে। তবে এই খর্গ উদ্ধারের ক্ষেত্রে নগাঁও পুলিশ এবং এসটিএফ যথেষ্ট কষ্ট করে তৎকালীনভাবে অ্যাকশন নিয়েছে। এর ফলে নগাঁও পুলিশকে ডিজি রিকমেন্ডেশন সার্টিফিকেট দেওয়া ছাড়াও আর্থিক পুরস্কারও প্রদান করা হয়েছে বলে জানান তিনি। ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন গন্ডারের সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। তাছাড়া গন্ডার শিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোথায় কোথায় অতিরিক্ত শিবির স্থাপন করার প্রযোজন হবে অথবা নদী পেট্রোলের জন্য জেলা পুলিশ এবং বন বিভাগের তরফে উত্থাপন করা বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান কাজিরাঙ্গার নদী সীমানায় শোণিতপুর, মাজুলি, কার্বি আংলং, বিশ্বনাথ, নগাঁও জেলা রয়েছে। ফলে জেলা গুলোর তরফে এক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসন্ন বন্যা পরিস্থিতিতে যে কোনো ধরনের উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

মোদীর নিযুক্ত সাবেক গভর্নর যেভাবে বিজেপিকেই অস্বস্তিতে ফেলেছেন

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ জম্মু ও কাশ্মীর যখন সে দেশের পৃথক একটি রাজ্য ছিল, সেই রাজ্যের শেষ গভর্নর সত্যপাল মালিক এখন অবসরের পর বেশ কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করে নরেন্দ্র মোদী সরকারের জন্য প্রবল অস্বস্তি ডেকে এনেছেন। 'দ্য ওয়্যারে'র সাংবাদিক করণ থাপারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মি মালিক দাবি করেছেন, কাশ্মীরের পুলওয়ামাতে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে যে জঙ্গী হামলায় অন্তত ৪০জন সিআরপিএফ জওয়ান নিহত হন তার জন্য প্রশাসনের নিরাপত্তা গাফিলতিই দায়ী ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে রাজ্যের তৎকালীন গভর্নর হিসেবে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন তাঁকে চুপ থাকতে বলা হয় বলে মি মালিক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন।

এমন কী ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালও তাঁকে এ বিষয়ে কোনও কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন বলে মি মালিক জানান।

ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে তিনি আরও দাবি করেন দুর্নীতির মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী মোদী 'আদৌ সিরিয়াস নন'।

সত্যপাল মালিকের এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পরই ভারতের রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে।

কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, তৃণমূল বা সিপিআইয়ের মতো বিরোধী দলগুলো একযোগে এই 'নিষ্ক্রিয়তা' ও 'দুর্নীতিতে প্রশ্রয়ে'র অভিযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কৈফিয়ত দাবি করতে শুরু করেছে।

এদিকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও সত্যপাল মালিকের বক্তব্যকে লুফে নিয়ে বলেছে, এর মাধ্যমে পুলওয়ামার জঙ্গী হামলা নিয়ে তাদের বক্তব্যই আরও প্রতিষ্ঠিত হল।

অবশ্য পুলওয়ামার হামলা পাকিস্তান থেকে আনা আরডিএক্স ব্যবহার করেই ঘটানো বলে সত্যপাল মালিক ওই সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে রবিবার রাতে জারি করা পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিতে কিছু বলা হয়নি।

তবে সব মিলিয়ে রাজনৈতিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সত্যপাল মালিক যে রীতিমতো একটা হইচই ফেলে দিয়েছেন, তাতে কোনও সংশয় নেই।

মেঘালয়ের রাজ্যপাল পদ থেকে অবসর নিয়ে গত বছরের অক্টোবর মাসে উত্তরপ্রদেশের বাগপতের কাছে নিজের গ্রামে ফিরে এসেছেন সত্যপাল মালিক।

এরপর গত কয়েক মাসে তিনি কয়েকটি আঞ্চলিক ও হিন্দি চ্যানেলে এমন কিছু সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, যেগুলোকে বিজেপি সরকারের জন্য মোটেই প্রশংসাসূচক বলা যায় না।

তবে করণ থাপারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি পুলওয়ামার হামলার জন্য সরাসরি অঙুল তুলেছেন সরকারের গাফিলতিকেই।

মি মালিক বলেছেন, সিআরপিএফ জওয়ানদের জম্মু থেকে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাহিনীর পক্ষ থেকে পাঁচটি এয়ারক্র্যাফট চাওয়া হয়েছিল, কারণ সড়কপথে বিরাট কনভয় নিয়ে সেনাদের ওভাবে নিয়ে যাওয়াটা খুবই ঝুঁকির।

কিন্তু দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সে অনুরোধ রক্ষা করেননি এবং সেনাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন বলে সত্যপাল মালিক মন্তব্য করেন।

পুলওয়ামায় হামলার পর এই বিষয়ে প্রথম টেলিফোন কলেই যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেন, তখন তাকে মুখ বন্ধ রাখতে বলা হয় বলে মি মালিক দাবি করেছেন।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও তাঁকে একই নির্দেশ দেন। এমন কী, পুলওয়ামার হামলা নিয়ে মুখ খুললে তাকে বয়কট করারও হুমকি দেওয়া হয় বলে সত্যপাল মালিক জানান।

গোয়ায় রাজ্যপাল থাকাকালীন তিনি সেখানকার বিজেপি সরকারের কথিত দুর্নীতি নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কিন্তু সত্যপাল মালিকের বক্তব্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তাকে না কি সরাসরি জানিয়ে দেন 'আপনার তথ্য সঠিক নয়'।

ফলে দুর্নীতির মোকাবিলার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী মোদী মুখে যাই বলুন, আসলে তিনি 'মোটেও সিরিয়াস নন' বলেও মন্তব্য করেছেন সাবেক এই রাজ্যপাল।

প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, পবন খেড়া ও সুপ্রিয়া শ্রীনাতের মতো সিনিয়র নেতানেত্রীরা শনিবারই যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সাক্ষাৎকারে তোলা অভিযোগগুলোর ব্যাপারে সরকারের কৈফিয়ত তলব করেছেন।

জয়রাম রমেশ বলেন, এই সরকারের নীতিই হল মিনিমাম গভর্নেন্স ও ম্যাক্সিমাম সাইলেন্স!

পুলওয়ামাসহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সরকার বিরোধী ও সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার নীতি নিয়ে চলছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পবন খেড়া বলেন, কাশ্মীরের বিশেষ স্বীকৃতি বাতিল বা সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করার মতো স্পর্শকাতর সময় সেখানে গভর্নরের পদে দায়িত্বে ছিলেন সত্যপাল মালিক।

এটা ধরেই নেওয়া যায় যে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর আস্থাভাজন ছিলেন। ফলে এখন তিনি যে কথাগুলো বলছেন সেটা তো উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, মন্তব্য করেন মি খেড়া।

পুলওয়ামাতে হামলার পর চার বছরেরও বেশি কেটে গেলেও ওই ঘটনার তদন্ত কেন শেষ হল না, কিংবা অজিত দোভাল বা রাজনাথ সিংয়ের জবাবদিহিতা কেন নিশ্চিত করা গেল না ¯ সে প্রশ্নও তোলা হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল মনে করিয়ে দেন, 'বিজেপির নিজেদের লোক'ই (সত্যপাল মালিক) এখন বলছেন যে বিভিন্ন রাজ্যে দলের মুখ্যমন্ত্রীরা দুর্নীতিগ্রস্ত ... তাঁরা টাকা তুলছেন এবং একটা অংশ নিজেদের কাছে রেখে বাকিটা ওপরতলায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

বামপন্থী দল সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা আবার বলেছেন, এই মারাত্মক অভিযোগগুলো আসছে খোদ ঘোড়ার মুখ থেকে ¯ যা মোদীর নেতৃত্বে জাতীয় নিরাপত্তা ও দুর্নীতির বেহাল দশা তুলে ধরছে। সত্যপাল মালিক যে সব অভিযোগ তুলেছেন, সেগুলো নিয়ে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন মি রাজা। উত্তরপ্রদেশে পুলিশি হেফাজতে মাফিয়া তথা সাবেক রাজনীতিক আতিক আহমেদের হত্যাকান্ডের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের এমপি মহুয়া মৈত্র টুইট করেছেন, সত্যপাল মালিকের সাক্ষাৎকার থেকে নজর ঘোরানোর জন্যই যদি আতিক আহমেদকে খুন করা হয়ে থাকে তাতে আমি এতটুকুও অবাক হব না।

সত্যপাল মালিক ভারতের সবচেয়ে প্রবীণ ও সিনিয়র রাজনীতিবিদদের একজন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করে লোকদল, কংগ্রেস, জনতা দল ইত্যাদি নানা ঘাটের জল খেয়ে তিনি ২০০৪ সালে বিজেপিতে যোগ দেন।

পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের এই জাঠ নেতার রাজনৈতিক জার্নি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ের। ১৯৭৪ সালেই তিনি উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পরে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের হয়ে রাজ্যসভার এমপি ছিলেন। পরে বোফর্স কেলেঙ্কারির পর কংগ্রেস ছেড়ে ভি পি সিংয়ের জনতা দলে যোগ দেন এবং '৮৯র লোকসভা নির্বাচনে আলিগড় থেকে জিতে আসেন।

২০০৪ সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার বেশ কয়েক বছর পর তিনি দলের জাতীয় সহসভাপতিও হয়েছিলেন।

২০১৪তে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাকে জমি অধিগ্রহণ বিল পর্যালোচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

২০১৭তে সরকার তাকে বিহারের রাজ্যপাল করে পাঠায়। পরের পাঁচ বছরে তিনি একে একে জম্মু ও কাশ্মীর, গোয়া ও মেঘালয়ে গভর্নরের ভূমিকায় ছিলেন ¯ মাঝে কিছুদিন ওড়িশার রাজ্যপাল হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন।

কিন্তু কোনও রাজ্যেই তিনি পুরো মেয়াদ শেষ করতে পারেননি ¯ কোনও না কোনও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তাঁকে বারবার বদলি হতে হয়েছে।

সত্যপাল মালিকের ক্ষোভের আসল কারণ নিয়ে স্পষ্ট ধারণা নাথাকলেও বিজেপির কোনও কোনও নেতা মনে করছেন, এই 'হেনস্থা'র বদলা নিতেই তিনি নরেন্দ্র মোদী সরকারকে পাল্টা বিব্রত করতে চাইছেন।

বস্তুত মেঘালয়ের রাজ্যপাল পদে থাকাকালীনও সত্যপাল মালিক হরিয়ানাতে রীতিমতো জনসভা করে মোদী সরকারের কৃষি নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং কৃষক আঃেদালনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

অবসরের পর নিজের জায়গায় ফিরে এসে বিজেপির নয় ¯ বরং একজন 'জাঠ কৃষক নেতা' হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন বলে কোনও কোনও পর্যবেক্ষক মনে করছেন।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপির প্রতিপক্ষ সমাজবাদী পার্টি বা রাষ্ট্রীয় লোকদলের 'মেঃটর' হিসেবে কাজ করতেও তাঁর আপত্তি নেই, সত্যপাল মালিক সম্প্রতি একাধিক সাক্ষাৎকারে সে কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এক যুগেরও বেশি সময় বিজেপির সঙ্গে থাকলেও ওই দলের প্রতি তিনি যে এখন ক্ষুব্ধ সত্যপাল মালিক তা গোপন করছেন না ¯ আর তারই জেরে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে।